www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

এখানে–ওখানে সীমানা ছাড়িয়ে সুন্দরবন ছয়ের পাতায়

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ২৮ মাঘ – ৫ ফাল্গুন, ১৪২৩ ঃ ১১ ফেব্রুয়ারি – ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 17, 11 February - 17 February, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : নৃশংস খুনের ছবি উঠে এল উদয়ন দাসের প্রেমিকা

খুনের ঘটনায়। মা–বাবাকে খুন করে বাগানে পুঁতে রেখে সিরিয়াল কিলার হিসাবে সাড়া ফেলে দিয়েছে উদয়ন। আকাঙ্খার খুন মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে তদন্তকারীদের। বিচার চলছে আদালতে।

রবিবার : পাঞ্জাব ও গোয়ায় নির্বিঘ্নে বিধানসভা ভোট সম্পন্ন হল।

নোট বাতিলের পর এই নির্বাচনকে মোদির অ্যাসিড টেস্ট হিসাবে চিহ্নিত করেছে রাজনৈতিক মহল। সকলেই অপেক্ষায় ফল প্রকাশের দিন আগামী ১১ মার্চের।

সোমবার : তিন লক্ষের বেশি টাকার নগদ লেনদেন বন্ধ করতে

চায় মোদি সরকার। ইঙ্গিত দিলেন কেন্দ্রীয় রাজস্ব সচিব হসমুখ আধিয়া। জানিয়েছেন কেউ তিন লক্ষ টাকার বেশি অর্থ নগদে নিলে তাকে সমপরিমাণ জরিমানা দিতে হবে।

মঙ্গলবার : ভূমিকম্পে ফেঁপে উঠল রাজধানী দিল্লি সহ উত্তর

ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা। উত্তরাখন্ডের রুদ্রপ্রয়াগে মাটির ৩৩ কিলোমিটার নিচে ঘটা এই কম্পনের মাত্র রিখটার স্কেলে ৫.৮।

বুধবার : ফের সরে গেলেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল

জয়ন্ত মিত্র। অভিযোগ সরকারের সঙ্গে মতান্তরের। এর আগেও দুজন সরে গিয়েছিলেন একই অভিযোগে।

বৃহস্পতিবার : রাজ্য বিধানসভার পেশ হল সম্পত্তি ধ্বংসরোধের

সংশোধনী বিল। বাঁধল ধুন্ধুমার। টানা–হ্যাঁচড়া, ধস্তাধস্তি বাদ গেল না কিছুই। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভরতি হলেন বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান। পক্ষপাতিত্বের কাঠগড়ায় স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনীতিতে এর রেশ এখনও চলছে।

শুক্রবার : রান্নার গ্যাসের পর আধারের আওতায় এবার রেশনও।

ভর্তুকি মূল্যে রেশন তুলতে গেলে এবার থেকে আধার নম্বর থাকা বাধ্যতামূলক করতে চলেছে কেন্দ্র। যাদের আধার কার্ড নেই আগামী ৩০ জুনের মধ্যে আবেদন করতে হবে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

সম্পত্তি ধ্বংস রোধ অলীক আশা

আইন হলেও মানবে কেউ?

পার্থসারথি গুহ

তখনকার বাম আন্দোলনের চেহারা ছিল এইরকম (বাঁদিকে) সেদিনের তৃণমূলী প্রতিবাদ বিধানসভায়

সম্প্রতি রাজ্য বিধানসভায় পাশ হল সম্পত্তি ধ্বংস রোধ আইন ১৯৭২–এর সংশোধনী বিল। অবশ্য বিধানসভায় শাসক–বিরোধী পক্ষের হুলুস্থুলুতে যেরকম ঢাক গুড়গুড় চলছিল এই বিল নিয়ে, তা হল না। অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে বিরোধী শূন্য কক্ষে শাসক দলের ধ্বনি ভোটে পাশ হল এই বিল। এখন ঘটনা হচ্ছে হঠাৎ করেই বা রাজ্যের শাসক দল তড়িঘড়ি করে এই বিল আনতে গেল কেন? বিশেষ করে ১৯৭২ সালে যখন এই বিলটি আনুষ্ঠানিকভাবেই নথিবদ্ধ ছিল। এখানে অনেকে বলতে পারেন নয়া সংশোধনীতে শুধুমাত্র সরকারি সম্পত্তি নয়, বেসরকারি সম্পত্তি ধ্বংস আটকাতেও ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা আছে। তাছাড়া যারা লুঠতরাজ চালাবে, অগ্নিসংযোগ করবে বা সরকারি–বেসরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর করবে তাদের নিজেদের সেই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যদি তারা কোনওভাবে তা দিতে অপারগ থাকে তবে প্রয়োজনে তাদের সম্পত্তি ক্রোক করে সরকার সেই ক্ষতিপূরণ মেটাবে। এ পর্যন্ত সব না হয় ঠিকই আছে। বোঝা যাচ্ছে রাজ্যের মা–মাটি–মানুষের সরকার তাগিদের কথা, মানুষের তথা সরকারি সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের। কিন্তু এর মধ্যেও যে প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবেই উঁকিঝুঁকি মারছে তা হল সরকার যে সদিচ্ছা নিয়ে এই বিল পাশ করালো তার সফল রূপায়ণ কী আদৌ সম্ভব? বিশেষ করে এখন রাজ্য জুড়ে শাসক দলের মধ্যে যে গোষ্ঠী সংঘর্ষ ক্রমে লাগামছাড়া হয়ে উঠছে সেক্ষেত্রে এই বিল কতটা গ্রহণযোগ্য হবে। আর এর হাতেনাতে প্রমাণ মিলল বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের ইসলামপুর কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে। যার জের কলেজের গণ্ডি ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয় অঞ্চলে। ভাঙচুর হয়, চলে অগ্নিসংযোগের ঘটনা। প্রশ্ন উঠেছে এই সম্পত্তি ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ মেটাবে কে? কারণ এখানে তো অভিযুক্ত খোদ শাসক দল। শুধু ইসলামপুর বা দিনাজপুর বলে নয়, দক্ষিণবঙ্গের মতোই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় শাসক দলের অসংখ্য গ্রুপ। এদের মধ্যে অত্যন্ত সামান্য জিনিস নিয়েও প্রায়ই গোলযোগ বাঁধছে। যার প্রভাব পড়ছে ছাত্র রাজনীতিতেও।

সাম্প্রতিক অতীতের দিকে তাকালে দেখা যাবে ভাঙড়, বাখরাখাট, আউশগ্রাম সহ সর্বত্র যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে তাতে জড়িয়ে গিয়েছে শাসকদলেরই নানা গোষ্ঠী। এর ফলে যে বিপুল পরিমাণ সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ মেটানোর দায়িত্ব তাই বর্তায় রাজ্যের এই শাসক দলেরই। কারণ আগে যে সংঘর্ষের খবর নিত্য হেডলাইন হত, সেই তৃণমূল–সিপিএম, তৃণমূল–বিজেপি বা তৃণমূল–কংগ্রেস সংঘর্ষের ঘটনা এখন অত্যন্ত কমে গিয়েছে। একে ছাপিয়ে উঠেছে তৃণমূল 'ক' বনাম তৃণমূল 'খ' বনাম তৃণমূল 'গ' সহ আরও আরও গোষ্ঠীর নিত্যনতুন সংঘর্ষ।

এরপর পাঁচের পাতায়

নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল

মধ্যমগ্রামে জলাভূমি ভরাটের চক্র সক্রিয়

কল্যাণ রায়চৌধুরী

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারংবার দলের সমস্ত সাংসদ, মন্ত্রী, বিধায়ক থেকে শুরু করে ছোট বড় সকল নেতানেত্রী সহ জেলাস্তরের সব নেতা কর্মীদের রাজধর্ম পালনের নির্দেশিকা জারি করছেন। এ সত্ত্বেও তাঁর সেই নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জেলার বিভিন্ন অধঃস্তন নেতা–কর্মীরা বেআইনি কাজকর্ম করেই চলেছেন। কিছুদিন আগে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার মধ্যমগ্রামের বিধায়ক ও মধ্যমগ্রাম পুরসভার পুরপ্রধান রথীন ঘোষ পরিবেশ মেলার উদ্বোধনে পরিবেশ রক্ষার জন্য প্রশাসনিক তরফ থেকে সব রকমের ব্যবস্থা কথা বলেছিলেন। বারাসতের সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদারও তাঁর বক্তব্যে পরিবেশ রক্ষা করার বিষয়ের উপর জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু স্থানীয় নেতারা পরিবেশ সচেতনতার বিষয়টিকে একপ্রকার ফুৎকারে উড়িয়ে দেন। পরিবেশের বিশেষ বান্ধব যে জলাভূমি, সেই জলাভূমি ভরাটে দুষ্কৃতীদের পরোক্ষে মদত জোগাচ্ছেন। প্রোমোটিং ও প্লটভিত্তিক জমি বিক্রির উদ্দেশ্যে জমি মাফিয়ারা গোটা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলাতেই ব্যাপক সক্রিয়। এমনই এক নজির হল মধ্যমগ্রাম বিধানসভার অন্তর্গত রোহন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি এলাকা। পরিবেশ সচেতনতার আহ্বানকে রীতিমতো বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে জলাভূমি (বড়পুকুর) বুজিয়ে পরিবেশের সর্বনাশ করছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বেরই একটা অংশ। এলাকার উত্তর ঘোষপাড়া অঞ্চলের মিলন সংঘের গা ঘেঁষে ছিল একটি বড় জলাশয়। জলাশয়ের পাশে ছিল বড় বড় গাছ ও সবুজের সমারোহ। সেগুলি ধ্বংস করে গাছপালা কেটে, সাদা বালি দিয়ে জলাশয়টিকে প্রায় বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। আইনে বলা হয়েছে, পাঁচ কাঠার বেশি জায়গায় যদি ছয় সাত মাস জল থাকে, সেটি জলাশয় হিসেবে চিহ্নিত হয়। আর গাছ কাটতে গেলে স্থানীয় পঞ্চায়েতেরও অনুমতি লাগে।

এরপর পাঁচের পাতায়

বিডিও অফিস জবরদখল

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং: বিগত কংগ্রেস ও বাম সরকারের ব্যর্থতায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ বিডিও অফিসটি ৫৩ বছর ধরে ভাড়া বাড়িতে চলে। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যাধরী পাড়া গ্রামসভায় ৫ একর জমিতে প্রায় ৫ কোটি টাকা

ব্যয়ে নবনির্মিত ক্যানিং–১ বিডিও অফিসটি এবং পঞ্চায়েত সমিতির ভবনটি চালু হয় ২০১৫ সালের ৩০ মে। এই বিডিও অফিসের সীমানায় পাকা পাঁচিল না থাকায় অবাধে চলছে জবর দখল। এমনকি বিডিও অফিসের জায়গায় ফেলা হচ্ছে ময়লা আবর্জনা। ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। এ বিষয়ে জেলা শাসক পিবি সেলিম বলেন বিডিও অফিসের সীমানায় পাকা পাঁচিল দেওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাঁচিলটি দেওয়ার বিষয়ে বিভাগীয় দফতরকে জানানো হয়েছে আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। জবরদখল বিষয়ে যথাযথ ভাবে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ক্যানিং–১ বিডিও কিংশুক চন্দ্র বলেন কয়েক মাস হল এখানে আমি নিযুক্ত হয়েছি। এই বিডিও অফিসের সীমান্তে পাকা পাঁচিল দেওয়ার বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। বিডিও অফিসের জায়গায় কারা ময়লা আবর্জনা ফেলছে, সেটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

ফের শিক্ষাঙ্গনে হামলা কাঠগড়ায় বিধায়ক

মেহেবুব গাজী

শিক্ষাঙ্গণে কোনও গন্ডোগোল বরদাস্ত করা হবে না। আগেই দলীয় সংগঠনের ছাত্রদের বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু ওপরতলার সেই বার্তা যে নিচতলায় পৌঁছায়নি, সোমবার মন্দিরবাজারের গৌরমোহন শচীন মন্ডল মহাবিদ্যালয়ে হামলার ঘটনায় তা পরিস্কার। এমনকি ঘটনার ২৪ ঘন্টা কেটে গেলেও অভিযুক্তদের কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি মন্দিরবাজার থানার পুলিশ। গত সোমবার দুপুরের ঘটনার প্রেক্ষিতে কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল্লাহ জমাদার হাসান রাতে শাসকদলের স্থানীয় বিধায়ক তথা কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি জয়দেব হালদারের দুই ছেলে, ভাই ও ভাইপোর সহ দলবলের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে বিধায়কের দুই ছেলে সুদীপ হালদার ও সন্দীপ হালদার, ভাই বাসুদেব হালদার ও ভাইপো অভিজিৎ হালদারের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এই ঘটনার জেরে এখনও স্বাভাবিক হয়নি কলেজের পঠনপাঠন। ঘটনার দিন সকালে কলেজে গিয়ে দেখা গেল ক্যাম্পাসের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বাঁশ, লাঠি ও উইকেটের ভাঙা টুকরো। একটু এগোতেই শুনশান কলেজ ক্যাম্পাসের একপাশে গাছের তলায় জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে একদল ছাত্রছাত্রীকে। তালা বন্ধ অবস্থায় রয়েছে ছাত্র সংসদের অফিস। একই বিল্ডিংয়ের অধ্যক্ষের অফিসের ভেতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে ভাঙা আসবাব পত্র। অধ্যক্ষের টেবিলে ছড়ানো কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ সহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র। পাশেই চেয়ারে কিছুটা চিন্তিতভাবে বসে রয়েছেন অধ্যক্ষ। অধ্যক্ষ বলেন, 'এই হামলার পিছনে বিধায়কের হাত পরিষ্কার। কারণ, বিধায়ক দুই ছেলে ও ভাইপোকে দিয়ে এই কলেজের তৃণমূল ছাত্র সংগঠন নিজের হাতে রাখতে চেয়েছিল। ফলে কলেজ ভোটের নোমিনেশান তোলা ও জমা দেওয়া সব ক্ষেত্রে দলের সংগঠনের বিরোধিতা করে গন্ডোগোলের পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করছিল বলে আমার কানেও এসেছিল। কিন্তু কলেজের শান্তি প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা কখনই তাদের উৎশৃঙ্খল মনোভাবকে কখনই সমর্থন জানায়নি। তাই আবেগের বশে এই নিন্দনীয় ঘটনা ঘটাল বিধায়ক। ঘটনার পর থেকে আমি ভীষণ ভাবে ভেঙে পড়েছি। কি করব ভেবে উঠতে পারছি না।' পাশেই কলেজের প্রশাসনিক ভবন। ওই ভবনের নিচের তলায় জনা পঞ্চাশ কলেজ পড়ুয়া তৃতীয় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষার ফর্ম জমা দেওয়ার জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে। সকলের চোখে মুখে যেন আতঙ্কের ছাপ। এই গন্ডোগোল থামার নয়। এত সব কান্ডের পর বিধায়ক জয়দেব হালদার কি ছেড়ে দেবে? এবার আরও বেশি করে বিধায়ক দলবল পাঠিয়ে গন্ডোগোল করবে কলেজে। আমাদের শেষ বছর।

এরপর পাঁচের পাতায়

চলে গেলেন নেতাজির দেহরক্ষী কর্নেল নিজামুদ্দিন

ড. জয়ন্ত চৌধুরী : নীরবে নিভৃতে নেতাজির নিজস্ব সারথি কর্নেল নিজামুদ্দিন ৬ ফেব্রুয়ারি ভোর রাতে উত্তরপ্রদেশের আজমগঞ্জ জেলার মুবারকপুরের ঢাকুয়া গ্রামের বাড়িতে ১১৭ বছর বয়সে লোকান্তরিত হলেন। রেখে গেলেন ১০৭ বছরের সহধর্মীনি নাজমল নিশা, তিন পুত্র ও দুই কন্যাকে। ১৯৪৩–৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি নেতাজির দেহরক্ষী ও গাড়ির চালক ছিলেন বলে জানা যায়। আজাদ হিন্দ ফৌজের সিক্রেট সার্ভিস–এ যোগদানের আগে তাঁর প্রকৃত নাম ছিল সইফুদ্দিন। তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির 'মৃত্যু' সংবাদ রটনার পর তিনি নিতাঙ নদী পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন নেতাজিকে বলে দাবি করেন কর্নেল নিজামুদ্দিন।

গত বছর ২১ অক্টোবর বিধানসভায় আজাদ হিন্দ দিবসের অনুষ্ঠানে ভারত স্বাভিমান জীবনকৃতি সম্মান তাঁর হাতে তুলে দেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিনের স্মৃতিচারণে নেতাজির বিশ্বস্ত এই সহচর কাঁপা গলায় আজাদ হিন্দ ফৌজের ঘটনা বলেন, যা উপস্থিত শ্রোতাদের মনে ইতিহাসের সেই স্পর্শকাতর বিষয়ে রীতিমতো নাড়া দিয়ে যায়। নেতাজির থেকে মাত্র কয়েক বছরের ছোট কর্নেল নিজামুদ্দিনকে সেদিন হুইল চেয়ারে নিয়ে আসা হয়েছিল, মঞ্চে ছিলেন বড়পুত্র আক্রাম। ইতিহাসের সঙ্গে এক সংযোগ সূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল কর্নেল নিজামুদ্দিনের প্রয়াণে। ১১৬ বছর বয়সে উনি ও ওঁনার স্ত্রী যুগ্ম অ্যাকাউন্ট খোলেন এসবিআই ব্যাঙ্কে। ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী পা ছুঁয়ে প্রণাম করে এসেছিলেন জেতার পর। নিজামুদ্দিন যেদিন কলকাতায় এসেছিলেন সেদিন অধিকাংশ গণমাধ্যম ও রাজনীতিবিদ নীরব ছিলেন। স্বাধীন ভারতে আজাদ হিন্দের এই সেনানীরা যোগ্য সম্মান পেলেন না, মৃত্যুর পরেও।

বাওয়ালির মন্ডল জমিদারদের প্রাচীন মন্দির ও স্থাপত্য

সরকারি উদাসীনতায় ধ্বংসের মুখে

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালি থানার অন্তর্গত বাওয়ালিতে মন্ডল জমিদারদের প্রাচীন ঐতিহ্যশালী মন্দির ও স্থাপত্যশিল্প কলা সংস্কারের অভাবে ধ্বংস হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি মন্দির ও ভবন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এর আগেও আমরা আমাদের পত্রিকায় পর্যটন দফতরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য মন্ডল জমিদারদের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে আলোকপাত করেছি। বর্তমানে রাজ্য সরকার বেশ কয়েকটি প্রাচীন পর্যটন ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করেছে। সেই আশায় আরও একবার এই লেখার প্রয়াস।

মোঘল আমলে বাওয়ালিতে জমিদারি পত্তন করে মাহিষ্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ভক্ত মন্ডলরা। এদের আদি নিবাস ছিল নদিয়া জেলায়। নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে বিবাদ দেখা দিলে হরানন্দ মন্ডল সন্তোষপুরে চলে আসেন। এই সন্তোষপুরই বাওয়ালির পূর্ব নাম। বাওয়ালি ছিল জঙ্গলাকীর্ণ সুন্দরবনের অংশ। এই জঙ্গলে বাস করত কয়েক ঘর বাওয়াল সম্প্রদায়ের মানুষ। যাদের কাজ ছিল জঙ্গল থেকে মধু ও কাঠ সংগ্রহ করা। এই বাওয়াল সম্প্রদায় থেকে বাওয়ালি নামের উৎপত্তি বলে জানা যায়।

১৮ শতকের কোনও এক সময়ে বাওয়ালিতে জমিদারি পত্তন করেন হরানন্দ মন্ডল। তাঁর ছোট ছেলে মানিক মন্ডলের সময় থেকে শুরু হয় এদের সমৃদ্ধি। তাঁর সময়ে বাওয়ালিতে বর্গীরা আক্রমণ করেছিল। তা প্রতিরোধ করেছিলেন মানিক মন্ডল। এই মানিক মন্ডলের স্ত্রী মুক্তকেশী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গিয়েছিলেন।

বাওয়ালিতে মন্ডলদের জমিদারদের নানা প্রাচীন মন্দির ও স্থাপত্য কলা আজও বর্তমান। কিন্তু সেগুলো সংস্কারের অভাবে কালের কবলে ধ্বংস হতে বসেছে। বাওয়ালির শ্রীশ্রী রাধাকান্ত দেবের মন্দিরটি তৈরি করেন হরানন্দ মন্ডল ১১৭৮ সালে। টেরাকোটা কাজের অপূর্ব স্থাপত্য নিদর্শন। এই মন্দিরটির বয়স প্রায় ২৫০ বছর। গোপীনাথ জিউ এর ন'চূড়া মন্দিরটি আজও দাঁড়িয়ে আছে। এটি নির্মিত হয় ১২০১ সালে। জানা যায় এই মন্দিরটির আদলেই দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দিরটি নির্মাণ করেন রানী রাসমণি। রাধা বল্লভজীর মন্দিরটি নির্মাণ হয় ১২৬৫ সালে। অষ্ট ধাতুর বিগ্রহ রাধারানী আর দুর্লভ কষ্টি পাথরের তৈরি শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিটি আজও নিত্য পূজিত হয়।

এক সময়ে বাওয়ালিকে বলা হত গুপ্ত বৃন্দাবন। গঙ্গাসাগর যাত্রার আগে সন্ন্যাসীরা এখানকার মন্দির দর্শন না করে, কপিল মুনির মন্দিরে যেতেন না। জমিদারদের ঐতিহ্যশালী নাচমহল, জলটুঙ্গি গড়ে উঠেছিল বিশাল ঝিলের মধ্যে। সেও আজ ভেঙে পড়েছে। চাঁদনীরাতে পুকুর পাড়ে বসে নিসর্গ শোভা উপভোগের জন্য ছিল প্যাগোডা আকৃতির কাঠের বাড়ি— ছিল চিড়িয়াখানা। ছিল ইতালিয় ভাস্কর্যের তৈরি পাথরের নারী মূর্তি। সেগুলো আজ বিনষ্ট প্রায়। এখনও বেশ কিছু মন্দির রয়ে গিয়েছে। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের মন্দিরগুলো যেমন সরকার অধিগ্রহণ করে পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়িয়েছে, তেমনি রাজ্য পর্যটন দফতর যদি বাওয়ালির ব্যাপারে আলোকপাত করে, তাহলে পর্যটন মানচিত্রে বাওয়ালির নাম উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। মন্ডল জমিদারদের বিজয়বাবুর বাড়ি বর্তমানে কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পপতি অজয় রাওলা ক্রয় করে সংস্কার করেছেন। যা আজ বাওয়ালি রাজবাড়ি নামে খ্যাত। সেখানে প্রতিদিনই দেশ বিদেশের পর্যটকরা আসছেন। যদিও সেটা অজয় রাওলার ব্যবসায়িক ব্যাপার। অন্য মন্দিরগুলো যদি সরকার সংস্কার করে, তাহলে প্রাচীন ইতিহাস সমৃদ্ধ নিদর্শনগুলো রক্ষা পেয়ে যাবে। বাওয়ালির ভূমিপুত্র জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বলেন, আমি বিস্তারিত তথ্য নিয়ে রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেবের সঙ্গে শীঘ্রই কথা বলব। আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ জানালেন, রাজ্য সরকার যদি বাওয়ালির মন্ডল জমিদারদের প্রাচীন মন্দিরগুলি সংস্কারের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করে তাহলে পর্যটন ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত রচিত হবে।

ছক কষে লগ্নি করতে হবে এইসময়

নজরে ৫ রাজ্যের নির্বাচনী ফল, মার্চ মাসটা ভাইটাল ভারতের বাজারের জন্য

কালিদাস চক্রবর্তী

রকেটের গতিতে এগিয়ে চলেছে ২০১৭। এই সেদিন সুইট ১৬ কে বিদায় জানিয়ে সূচনা হয়েছিল ২০১৭–র। দেখতে দেখতে তার মধ্যেও একটা মাস কাবার হয়ে গেল। ফেব্রুয়ারি মাসের আবার দ্বিতীয় সপ্তাহ পড়ে গেল এর মধ্যেই। এই মাসটায় মাত্র ২৮ দিন।বলাইবাহুল্য ঝড়ের গতিতে তা পার হয়ে যাবে। সব থেকে বড় কথা ভারতীয় শেয়ার বাজারের সামনে আপাতত সবথেকে উদ্দীপক হয়ে উঠতে পারে আগামী মার্চ মাস। কারণ এই মাসের ১১ তারিখ উত্তর প্রদেশ সহ ৫ রাজ্যের নির্বাচনী ফল বের হতে চলেছে। এই ভোটে যদি বিজেপি যদি ভালো ফল করে তাহলে যে বাজার এখন এমনিতেই উর্দ্ধমুখী রয়েছে তা নিফটির প্রেক্ষিতে ১০ হাজারের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে। আবার পাঁচ রাজ্যের ফল যদি শাসক বিজেপির পক্ষে আশানরুপ না হয়,তাহলে কিন্তু ভারতীয় শেয়ার বাজারে একটা আপ্ত সেট–ব্যাক লক্ষ্য করা যাবে। তবে বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ বলছেন ভারতের অর্থ বাজার বিজেপি যদি খারাপ ফল করেও তাহলেও নিফটির হিসেবে ৫০০ পয়েন্টের মতো কারেকশন করতে পারে। এর বেশি নিচে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব একটা নেই। যদি না বড়সড় কোনও ঘটনা না হয়। বড়জোর নিফটির নিম্নতল হিসেবে সাম্প্রতিক নিচে আসা ৮ হাজারের ঘরকেই ধরা হচ্ছে।

অথচ বাজার যখন সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, নোট বাতিল ইত্যাদির পর নিচে ছিল তখন আড়াআড়ি দুটি শ্রেণিতে ভাগ হয়ে যাওয়া ২টি দলের একপক্ষ ছিল বাজারের অগ্রগতি নিয়ে উচ্চাশাযুক্ত ও অপর দলটি অর্থ বাজারের পতন নিয়ে গল্প মারছিল। কালের নিয়মে নতুন বছর–১৭ শুরু হয়ে গেল। এবং সপ্তাহখানেক কাটিয়ে দ্বিতীয় সপ্তাহে তা পা রেখেছে। এর মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ যেটা তা হল নিফটির ৮৭০০ র ওপরে যাওয়া। যদিও গত সপ্তাহের শেষ লগ্নে এই জায়গাটা পেরিয়ে ফের নিফটি চলে এসেছে সামান্য নিচে। তাও আশা যে একটা জাগছে তা বলাবাহুল্য। এর প্রেক্ষিতেই এক প্রবীণ লগ্নিকারীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি একজন ডিলারও বটে। তিনি তাঁর দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছিলেন, সাধারণত জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহটা খুব ভাইটাল। যদি প্রথম সপ্তাহে বাজার বাড়েও তাও দেখতে হয় দ্বিতীয় সপ্তাহে বাজার সেই বৃদ্ধি ধরে রাখতে পারছে কিনা। যদি দেখা যায় বাজার জানুয়ারি মাসের ১৩ বা ১৪ তারিখের পর উর্দ্ধমুখী ট্রেন্ড নিচ্ছে তা হলে চোখ বুজে বলে দেওয়া চলে সারা বছর একটা ইতিবাচক দিকে সংগঠিত হবে বাজারের ওঠানামা। তবে এই ক্ষেত্রে সেই অভিজ্ঞ ট্রেডারের সাবধানবানী বিশ্ব বাজার ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। কারণ অন্য সব বাজার খারাপ থাকলে ভারতের বাজার যে ইতিবাচক থাকবে তা ভাবার কোনও কারণ নেই। বিশ্বায়নের স্বাভাবিক ছন্দেই চলবে বাজারের ওঠা নামা। সেদিকে নজর রেখে দীর্ঘমেয়াদী উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে এখন থেকেই লগ্নিকারীদের হাতের নাগালে অত্যন্ত সুলভ মূল্যে চলে আসা শেয়ার কেনায় মনোনিবেশ করতে হবে। বড় বিশেষজ্ঞরা এখন এই পরামর্শই দিচ্ছেন । তাদের বক্তব্য যতক্ষণ না পর্যন্ত বাজার থিতু হচ্ছে ততক্ষণ কোনও হড়বড় করার প্রয়োজন নেই। এই সময়টা পাখির চোখ করুন ফান্ডামেন্টাল দিক থেকে সেরা মানের শেয়ারে। ব্লু চিপ শেয়ারের একটাই বড় গুণ বাজারের অস্থিরতা বা কোনও খারাপ খবরের জেরে তা পড়ে থাকতে পারে। কিন্তু বেশিদিন তা থমকে থাকতে পারে না। আর বাজার যখন ঘুরে দাঁড়াবে, বিদেশিদের কেনা বাড়তে থাকবে তখন সবার আগে এই উন্নত মানের শেয়ারই বাড়তে শুরু করবে।

আসলে পুরনো নোট বাতিলের মাধ্যমে এক ঢিলে বেশ কতগুলি দুষ্ট পাখিকে মেরে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

অর্থনীতি

যার জাঁতাকলে পড়ে রীতিমতো ত্রাহি ত্রাহি রব তুলছে কালোবাজারী থেকে অসাধু কারবারের নানা দুষ্টচক্র। ঘটনাচক্রে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে এদের সঙ্গে সুর মেলাচ্ছেন এদেশেরই অনেক মোদি বিরোধী নেতা নেত্রী। এখানেই দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের। একদিকে যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী তাঁর বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সুনিপুণভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তখন এক শ্রেণির ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদ কার্যত কথা বলছেন কালো বাজারীদের সুরে। এর ফলে মানুষের মধ্যে খানিকটা হলেও যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে না, তা নয়। তাও মোটের একটা জিনিস পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে দেশের আপামর মানুষের মধ্যে নোট বাতিলের পর মোদির ক্রেজ আরও বেড়ে গিয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়াও মিলছে ষোলোআনা। নোট বাতিলের পর যেসব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যে (উপনির্বাচন ও পুর নির্বাচন ইত্যাদি) সেই সব জায়গাতেই বিজেপির পক্ষে ব্যাপক মতদান লক্ষ্য করা গিয়েছে। এতেই প্রমাণ হচ্ছে মোদি–ম্যাজিক নোট বাতিল কান্ডের পর আরও বেড়েছে। নরেন্দ্র মোদির প্রভাব ব্যালট বক্সে ভালোমতো পড়তে শুরু করেছেন। তবে আগামী ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের আগে সেমিফাইনাল হিসেবে ধরা হচ্ছে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ সহ ৫ রাজ্যের ভোট। একে কার্যত সামনের লোকসভা ভোটের সেমিফাইনাল হিসেবে ধরা হচ্ছে।

অনেক কিছু রসদ নিয়ে ২০১৭ এর ইনিংস শুরু হয়েছে। শেয়ার বিশেষজ্ঞদের আশা বছরের শেষ লগ্নে এসে এর ফলাফল ভরে দেবে নিফটি ও সেনসেক্সের ঝুলি। এভাবেই নয়া বছরে অনেক সম্ভাবনা দানা বাঁধবে। যেসব বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে শেয়ার বাজার এই বছর চালিকা শক্তি লাভ করবে তার মধ্যে আসন্ন কেন্দ্রীয় বাজেট, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদ কমানো, মার্কিন ফেডের সুদের হার, জানুয়ারিতে শুরু হওয়া ত্রৈমাসিক রেজাল্ট পর্ব, সর্বোপরি মার্চ–এপ্রিলের বাৎসরিক ফলাফল খুব তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে। এর মধ্যে বাজেটের দিকে নিশ্চিতভাবে নজর থাকবে দেশি ও বিদেশি লগ্নিকারীদের। ভারতের বাজারের কোন কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ লাভদায়ক হয়ে উঠবে তার ছবি কিন্তু ধরা পড়বে এই বাজেটেই। তাই ফোকাস এখন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির দিকে। নোট বাতিলের পর ব্যাঙ্কের হাতে অনেক সম্পদ এসেছে। তার ওপর ডিসেম্বরের ছুটি পর্ব কাটিয়ে বিদেশিদের ভারতের বাজারে ফের লগ্নি করাও রয়েছে। ভারতের অর্থনীতির সামগ্রিক চিত্র দেখে নিয়ে তবেই এই বিদেশিরা লগ্নি করবেন। সেটা ইতিবাচক দিকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ এখনও গোটা বিশ্বের নিরিখে ভারতের জিডিপি বা গড় বৃদ্ধির হার অনেকটাই ওপরে। তাছাড়া এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর বিনিয়োগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারণভূমি এককথায় ভারত। চিনের বাবলস বা ফাঁপানো অর্থনীতির চেয়ে এদেশের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক জমাট সেটা মানেন প্রায় সকলে। এমনকি বিদেশিরাও। আপাতত রাজনীতির করাল ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে এদেশ অনেক উচু জায়গা ছুঁয়ে ফেলতেও পারে। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে তাই নিফটির অন্তত তিনগুণ বৃদ্ধি হতে পারে আগামী ৪–৫ বছরে। তবে যেহেতু এটা শেয়ার বাজার তাই যেমন অতি আশঙ্কা করারও দরকার নেই, তেমনই আত্মবিশ্বাসে ডগমগ হওয়ার মতো ঘটনাও খুব একটা কিছু ঘটে নি। অন্ততপক্ষে আগামী মার্চ মাসের ১১ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষার পরে পরেই কেটে যাবে অনেক জট। এর সঙ্গে ২০১৬–১৭ অর্থবর্ষ শেষ হওয়ার ব্যাপারও আছে। সুতরাং এখন নিফটি যখন সাম্প্রতিক সময়ের নিচু অবস্থান থেকে প্রায় ১০ শতাংশ ওপরে, সেনসেক্সও যখন অনেকটাই বাড়ছে তখন হড়বড় না করে মেপে পা ফেলাই বেশি প্রয়োজন। ছক কষে নিজের পুঁজিকে সুরক্ষিত করে তারপরই এগোতে হবে এই বাজারে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১১ ফেব্রুয়ারি – ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

মেষ : মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য পাবেন। মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাবে। নূতন বন্ধু লাভ। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। কর্মে উন্নতির যোগ। ব্যবসায় লাভ যোগ রয়েছে।

বৃষ : আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। পূর্ব পরিকল্পনানুসারে কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। মনের সন্দেহ মন থেকে ছুঁড়ে ফেলুন। ক্রোধকে সামলে চলার চেষ্টা করুন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি।

মিথুন : শরীর নিয়ে কষ্ট পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে হাত দেবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে শিক্ষায় ফল ভাল পাবেন। ব্যবসা–বানিজ্যে লাভ যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সতর্ক থাকবেন।

কর্কট : দেবগুরুর সহায়তায় আপনি অনেক বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। অন্যের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেবেন না। বিবাহ যোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন।

সিংহ : সংক্রামক পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পুরনো বন্ধুর সাথে যোগাযোগ হতে পারে। যোগাযোগ মূলক কাজে সফলতা আসবে। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে উন্নতির যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা হতে পারে। শুভকাজে অর্থব্যয়।

কন্যা : নানান বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েও আপনি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন। আর্থিক বিষয়ে মনের মত ফল পাবেন না। ব্যবসা–সংক্রান্ত বিষয়ে কিছুটা গোলযোগ দেখা দিতে পারে। লেখাপড়ায় ফল ভাল পাবেন। রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাবে। সাবধানে চলাফেরা করবেন।

তুলা : মনের জোর বৃদ্ধি পাবে। কবি বা সাহিত্যিকদের পক্ষে সময়টি শুভ। গৃহ ভূমি সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। অযথা মাথা গরম করবেন না। চিন্তা করে কথা বলবেন। পাকাশয়ের পীক্ষায় কষ্ট পাবেন। অনেকে হাটের দুর্বলতায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম পাবেন।

বৃশ্চিক : অতিরিক্ত দায়িত্বমূলক কাজগুলি আপনার উপর চাপ সৃষ্টি করবে। খুব ধৈর্য ধরে আপনাকে চলতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজের দ্বারা আপনি প্রশংসিত হবেন। শিক্ষায় একটু চেষ্টা করলে ভাল ফল পাবেন। সদ্ গুরু লাভের যোগ রয়েছে।

ধনু : অনেক সমস্যা থাকলেও আপনি সময় মতো অর্থ পেয়ে যাবেন। চলাফেরায় সাবধান হতে হবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে এমন কোন কাজ করা উচিত হবে না। মাতার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। তেল ঝাল মশলা কম খান। যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পিতার পক্ষে শুভ নয়।

মকর : একটু চিন্তা–ভাবনা করে চললে ব্যবসায় লাভ পেতে পারেন। সন্তান বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় উন্নতির যোগ রয়েছে। শরীর নিয়ে কষ্ট পাবেন। মনের কথা কাউকে না জানানই ভাল। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

কুম্ভ : আপনার সুন্দর চিন্তাধারা আপনাকে উন্নতির পথে নিয়ে যাবে। শিরঃ পীড়া বা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি শুভফল পাবেন। নূতন কোন ব্যবসায় এখন হাত দেবেন না। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। সাবধানে চলবেন।

মীন : সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। অর্থ সঞ্চয়ে বাধার সৃষ্টি করবে। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে। বেকারত্বের অবসান হবে। বয়স্করা বাত বেদনায় কষ্ট পাবেন।

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ২৩১৩ জন প্রবেশনারি অফিসার নিয়োগ করবে

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক অনলাইনের আবেদনের শেষ তারিখ ৬ মার্চ। ২,৩১৩ জন প্রবেশনারি অফিসার নেবে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। নিয়োগ হবে জুনিয়র ম্যানেজমেন্ট গ্রেড স্কেল–ওয়ানে। ২ বছরের প্রবেশন। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা সহ ৯টি পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : CRPD/PO/2016–17/19.

শূন্যপদের বিবরণ : সাধারণ ১,০১০, তফসিলি জাতি ৩৪৭, তফসিলি উপজাতি ৩৫০, ওবিসি ৬০৬। এর মধ্যে ২৫টি করে শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং ৪০টি শূন্যপদ শ্রবনণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক বা সমতুল। ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরা শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন।

সেক্ষেত্রে ইন্টারভিউয়ের জন্য নির্বাচিত হলে ১–৭–২০১৭ তারিখের মধ্যে মার্কশিট দাখিল করতে হবে।

বয়স : ১–৪–২০১৭ তারিখে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ২৩,৭০০–৪২,০২০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা।

কাজের খবর

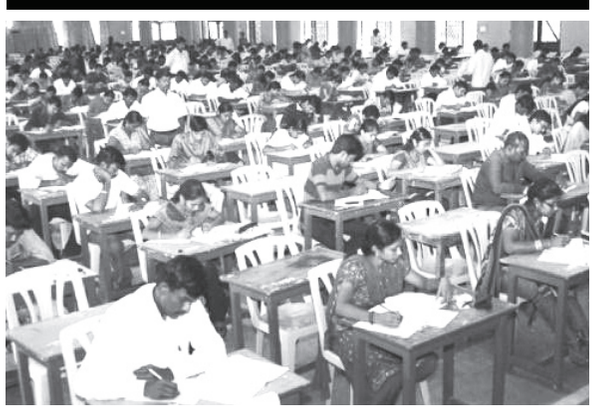

প্রার্থী বাছাই করা হবে দু'পর্যায়ের (প্রিলিমিনারি ও মেন) অনলাইন পরীক্ষা, গ্রুপ ডিসকাশন এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গের (স্টেট কোড ৪৪) প্রিলিমিনারি পরীক্ষার কেন্দ্রগুলি হল : বৃহত্তর কলকাতা, আসানসোল, বহরমপুর, বর্ধমান, দুর্গাপুর, হুগলি, হাওড়া, কল্যাণী এবং শিলিগুড়ি। প্রিলিমিনারি অনলাইন পরীক্ষা ২৯ ও ৩০ এপ্রিল এবং ৬ ও ৭ মে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার কললেটার ডাউনলোড করা যা১ ১৫ এপ্রিল থেকে। মেন এক্সামিনেশন ৪ জুন।

প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের প্রশ্ন হবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৩০ নম্বর), কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (৩৫ নম্বর), এবং রিজনিং এবিলিটি (৩৫ নম্বর) বিষয়ে। সময়সীমা ১ ঘন্টা। মেন পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের প্রশ্ন হবে রিজনিং অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড (৬০ নম্বর), ডেটা অ্যানালিসিস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন (৬০ নম্বর), জেনারেল/ইকনমি/ব্যাঙ্কিং অ্যাওয়্যারনেস (৪০ নম্বর), ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৪০ নম্বর) বিষয়ে। সময়সীমা ৩ ঘন্টা। এছাড়া ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (লেটার রাইটিং ও এসে রাইটিং) বিষয়ক ডেসক্রিপটিভ ধরনের মোট ৫০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। সবশেষে গ্রুপ ডিসকাশন (২০ নম্বর) এবং ইন্টারভিউ (৩০ নম্বর)

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই দুটি ওয়েবসাইটের কোনও একটির মাধ্যমে : www.statebankofindia.com,www.sbi.co.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ৬ মার্চ। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (জেপিজি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে ২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং কালো কালিতে করা সই (জেপিজি বা জেপেগ ফর্মাটে ১৪০×৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ১০ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এগুলি লিখে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ৬০০ টাকা (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইনে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড অথবা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। ফি জমা দেওয়ার পর ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি নিজের কাছে রেখে দেবেন।

অনলাইনে আবেদনপত্র সাবমিট করার পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট অথবা যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে: (০২২)২২৮২–০৪২৭।

শব্দবার্তা ১৭

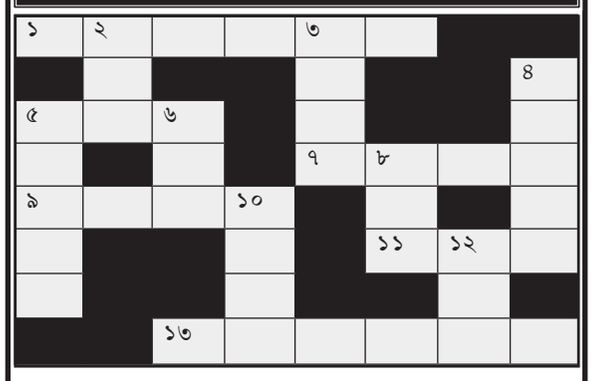

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। অদলবদল ৫। কম্পন, চালন ৭। মহাসাগর ৯। স্বাভাবিক দক্ষতা বা বুদ্ধির জোরে কার্যোদ্ধার হওয়া ১১। সেনানিবাস ১৩। অর্থহীন ও অসার কথাবার্তা।

উপর–নীচ

২। সাক্ষাৎকার, দেখা ৩। দামামার শব্দ ৪। শ্রীচৈতন্যদেব ৫। জাঁকজমক, শোরগোল ৬। দেবতা, পাখি ৮। আবিসিনিয়ার অধিবাসী ১০। একসঙ্গে বহু মাছ ধরার এক জাল ১২। অতি উদার।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৬

পাশাপাশি : ১। টাঁকশাল ৫। কন্দর ৭। কচুরি ৮। বাচনিক ১০। বেলমুক্তা ১১। বাহির ১২। কড়াই ১৪। নিসূদক।

উপর–নীচ : ২। কর্তা ৩। লকলক ৪। নরকঙ্কাল ৬। পরিত্যক্তা ৮। বাছাবাছি ৯। নির্ভর করা ১০। বেআইনি ১৩। বুঁদ।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**–সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**–নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**–বিশুদা ● **পি এন বি**– এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**–খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

অ্যাসিড আক্রান্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার : প্রেমে সাড়া না দেওয়ায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এক কিশোরীর মুখে অ্যাসিড মারার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক যুবকের বিরুদ্ধে।

অভিযুক্তের বাড়ি ঘিরে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ

অ্যাসিড হামলায় জখম গোলাপী খাতুন ও কিশোরীর এক কাকিমা কারিমা বিবি ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বুধবার রাত ৮টা নাগাদ টিউশন পড়ে ফেরার পথে এই ঘটনাটি ঘটে উস্থির কেয়কনা গ্রামে। অভিযুক্ত হাফিজুল লস্কর ঘটনার পর থেকে পলাতক। বৃহস্পতিবার অভিযুক্তদের বাড়ি ঘিরে ক্ষোভ দেখান এলাকার মানুষ। তবে অভিযুক্তদের বাড়ি বন্ধ। এদিন হাসপাতালে আক্রান্তদের দেখতে আসেন জেলা গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সদস্যরা। সমিতির পক্ষ থেকে অভিযুক্তের গ্রেফতারি দাবি জানানোর পাশাপাশি দ্রুত বিচার শেষ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কারবালা গ্রামে পঞ্চায়েতের কেয়াকনা গ্রামের বাসিন্দা আতিয়ার রহমান লস্কর। দর্জির কাজ করে কোনওরকমে সংসার চালান মধ্য পঞ্চাশের আতিয়ার। তাঁর ৩ মেয়ে ও ১ ছেলে। মেয়েদের মধ্যে ছোট্ট গোলাপী খাতুন। গোলাপী পড়ত স্থানীয় উত্তর কুসুম হাই স্কুলে। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সে। প্রতিবেশি বছর একুশের যুবক হাফিজুল লস্কর। হাফিজুল গোলাপীকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু গোলাপী রাজি হয়নি। গোলাপী রাজি না হওয়ায় হাফিজুল উত্যক্ত করতে থাকে। স্কুল বা টিউশন যাওয়ার পথে বারে বারে পথ আটকে গোলাপীকে উত্যক্ত করত বলে অভিযোগ। বিষয়টি গোলাপীর পরিবারও জানত। কিন্তু হাফিজুল গ্রামে বেপরোয়া প্রকৃতির যুবক বলে সকলে জানত। ভয়ে গোলাপীর পরিবার মুখ খোলেনি।

প্রতিদিনের মতো বুধবার সন্ধ্যায় স্থানীয় একটি কোচিং সেন্টারে পড়ে ফিরছিল গোলাপী। রাত হয়ে যাওয়ায় কাকিমা কারিমা বিবি ও প্রতিবেশী খুরশিদা খাতুনের সঙ্গে ছিল গোলাপী। অন্ধকারের মধ্যে গ্রামের রাস্তায় ফেরার পথে হঠাৎ করে হাফিজুল একটি সাইকেলে চেপে এসে গোলাপীদের সামনে এসে দাঁড়ায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পকেট থেকে কিছু একটা বের করে গোলাপীর মুখে ছুঁড়ে মারে সে। প্রথমে ঠান্ডা অনুভব করায় গোলাপী ভেবেছিল জল বা এরকম কিছু মুখে ছুঁড়ে মেরেছে হাফিজুল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর থেকে অসম্ভব জ্বালা শুরু হওয়ার পর বোঝা যায় অ্যাসিড ছুঁড়েছে হাফিজুল। ততক্ষণে হাফিজুল পালিয়ে গিয়েছে। গোলাপীসহ বাকিদের চিৎকারে গ্রামবাসীরা বেরিয়ে আসেন। রাত ১০টা নাগাদ গোলাপী ও কারিমাকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে।

গোলাপীর কাকা মসিয়র লস্কর হাফিজুলের বিরুদ্ধে উস্থি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার পর থেকে হাফিজুলের বাড়িতেও কেউ নেই। এদিন সকালেও প্রচুর ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী অভিযুক্তর বাড়ির সামনে ভিড় জমিয়েছিলেন। গ্রামের মহিলারা জানিয়েছেন, হাফিজুল গ্রামের বেশিরভাগ মেয়ে, বৌদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করত। অসম্ভব বেপরোয়া প্রকৃতির হওয়ায় ভয়ে কেউ মুখ খুলত না।

রাতভর যন্ত্রণায় ভুগেছে গোলাপী। এখন চোখে ভাল করে দেখতে পারছে না। আগামী ২২ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে এবারের মাধ্যমিক। আর ২ সপ্তাহও বাকি নেই পরীক্ষার। তার মধ্যে এই অ্যাসিড হামলা। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আবারও পরীক্ষায় বসতে চায় সে। অসম্ভব মনের জোরে তাই গোলাপী বলে, 'খুব কষ্ট হচ্ছে। যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি। চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু পরীক্ষায় আমি বসবই। আমাকে আটকাতে পারবে না ওই অসভ্য ছেলেটা'!

ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যালের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
এ.কে. এন্টারপ্রাইজ
বাওয়ালী সত্যপীরতলা, নোদাখালী
দঃ ২৪ পরগনা
সমস্ত রকমের অত্যাধুনিক ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য, পাখা, টিউবলাইট, বাল্ব, LED রাইস, মিনি ঝাড়বাতি, LED ল্যাম্প কলকাতার দরে খুচরো ও পাইকারী মূল্যে পাওয়া যায়।
হোম থিয়েটার | মিক্সচার | প্রেসারকুকার
ইন্ডাকসন | সমস্ত রকম গিফট আইটেম
অভিজ্ঞ মিস্ত্রী দ্বারা ওয়ারিং করা হয়
যোগাযোগ : 9831654316

হাওড়া বড়গাছিয়া লেভেল ক্রসিং এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দাবি

সঞ্জয় চক্রবর্তী

হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত বড়গাছিয়া লেভেল ক্রসিং। এই লেভেল ক্রসিং বা ছোট বাসস্টান্ডটি

হাওড়া ও হুগলির মূল সড়ক যোগাযোগের সংযোগ স্থল। এই সংযোগস্থল দিয়েই হাওড়া ও কলকাতার দিকে বাস নিত্য প্রয়োজনীয় যানবাহন যাতায়াত করে। আবার দুটি সড়ক দিয়ে স্বল্প দৈর্ঘ্যের যানবাহন যেমন— ট্রেকার, টোটো, অটো, স্কুল ভ্যান বিভিন্ন যানবাহন যাতায়াত করে। জনবহুল সংযোগ স্থলটিতে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ একেবারে নেই বললেই চলে। যদিও ভাগ্যক্রমে দেখা মেলে তাও ক্ষণস্থায়ী। ট্রাফিকবিহীন সড়ক পারাবারে প্রতিদিন ঘটছে ছোট বড় দুর্ঘটনা। এই জনবহুল সংযোগ স্থলটির স্থায়ী ট্রাফিক ব্যবস্থা না হওয়ার অভিযোগ জানিয়ে এসেছে এলাকাবাসী থেকে আমজনতা। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে তেমন কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলেই সকলের অভিযোগ। ভোট আসে ভোট যায়, রং বদলায় শুধু বদলায়নি এই জনবহুল সড়ক যোগাযোগের সংযোগ স্থলের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ। এখন দেখার এলাকাবাসীর এই দাবি কত দিনে পূরণ হয়।

মোঃ ৯১৪৩২৬৯৬৭৬ / ৯০৫১০২১৫৬৮
৮৩৩৫৮৩০২৪২/ ৯১৪৩৬৫১২৬২
পিতা- স্বর্গীয় শ্যামাপদ মণ্ডল
গুরু রবীন চাঁদ গাঙ্গুলী সন্তোষ রায় ও সুশীল নস্কর আশীর্বাদ ধন্য
মা শীতলা তরজা পার্টি
গায়কঃ শ্রী অজয় কুমার মণ্ডল
পুত্র- শ্রী উদয় কুমার মণ্ডল
বেতার শিল্পী, দুরদর্শণখ্যাত পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ আলিপুর

গ্রাম- দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর (বিদারা), পোঃ- কামরা,
থানা- নোদাখালী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩৩১৮

সুলভ মূল্যে আদর্শ অনুষ্ঠানের মনোরম স্থান
ময়ূর ভবন
যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, সেমিনারের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়।
ঝকঝকে মার্বেল পাথরে তৈরি

বাওয়ালী, সত্যপীরতলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা
যোগাযোগ : রবীন্দ্রনাথ রায় (৯৮৩৬৮২৬২০৯)

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন
(2005-2012)
জননী সুরক্ষার নতুন হাসপাতাল
দি সহরারহাট নার্সিং হোম
প্রোঃ– ডাঃ জাহির ইসলাম

১০০ শয্যা বিশিষ্ট
● মানবিকতা ও সেবাই আমাদের আদর্শ
● খুব শীঘ্রই আরও ৫০ শয্যার আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার নতুন ভবন উদ্বোধন হবে
বিঃদ্রঃ এখানে ইকোকার্ডিওগ্রাফি ও ইউএসজির মাধ্যমে কালার ডপলার করা হয়
নিজস্ব ল্যাবরেটরিতে রক্ত, মল, মূত্র, কফ, বীর্য পরীক্ষার সুব্যবস্থা আছে
❖ ২৪ ঘন্টার জননী সুরক্ষা যোজনা, স্বাস্থ্য সাথী ও R.S.B.Y. পরিষেবার সুব্যবস্থা আছে। ❖
❖ ২৪ ঘন্টা R.M.O. ডাক্তারবাবু উপস্থিত থাকেন। ❖

সহরারহাট, ফলতা রোড, দঃ ২৪ পরগণা
RSBY– কার্ডে সমস্ত রোগের সু–চিকিৎসা করা হয় বিনামূল্যে।
Ph: 9434037116 / 9830134718

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ১১ ফেব্রুয়ারি – ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

এজি'দের সরে দাঁড়ানো, আদৌ সুস্থতার লক্ষণ নয়

ফের ইস্তফা দিলেন রাজ্যের এক অ্যাডভোকেট জেনারেল। রাজ্য সরকারের সঙ্গে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে মতপার্থক্যের জেরেই তাঁর এই সরে দাঁড়ানো বলে জানিয়েছেন দুঁদে ব্যারিস্টার জয়ন্ত মিত্র। তিনি এও বলেছেন, চিরকাল শিঁরদাঁড়া সোজা রেখে কাজ করেছি, যা ঠিক নয়, তার কাছে মাথা নত করতে শিখি নি। প্রসঙ্গত, জয়ন্ত মিত্রই প্রথম নন। বরং তাঁর দুই পূর্বসূরী অনিন্দ মিত্র ও বিমল চট্টোপাধ্যায়কেও এই তৃণমূল জমানাতেই অনুরূপভাবে ইস্তফা দিতে হয়েছিল। আর রাজ্য সরকারের সঙ্গে বিরোধের জেরে এঁদের প্রত্যেককে সরে যেতে হয়েছে। সিঙ্গুর মামলায় প্রাথমিকভাবে রাজ্য সরকার জোর ধাক্কা খেয়েছিল আদালতে। আর তার প্রেক্ষিতেই অনিন্দ মিত্রকে সরে যেতে হয়েছিল বলে বিশ্বাস করে ওয়াকিবহাল মহল। বিমল চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারের সঙ্গে মতপার্থক্যের ঘটনা ঘটেছিল। আর জয়ন্ত মিত্র তো একবার সরে দাঁড়ানোর পর দ্বিতীয়বারের জন্য রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল পদে বসেছিলেন। একের পর এক মামলায় তিনি আদালতের কাছে রীতিমতো ভৎর্সিত হন রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে। বিশেষ করে বিধাননগরে উপনির্বাচন নিয়ে মামলা, গত দুর্গাপুজোয় বিসর্জনের নির্ঘন্ট নিয়ে জনস্বার্থ মামলা, নারদ নিয়ে জনস্বার্থ মামলা ও হালফিলে ব্রিগেডে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের সভাকে কেন্দ্র করে মামলায় রাজ্যকে 'বাঁচাতে' গিয়ে বারংবার অস্বস্তিতে পড়তে হয় তাঁকে। একদিকে রাজ্য সরকারের থেকে উপযুক্ত সম্মান না পাওয়া অপরদিকে আদালতে একাধিবার অপদস্থ হওয়া, এই জোড়া বিপদের সামনে আর তাঁর রক্ষণ অটুট রাখতে পারেন নি জয়ন্তবাবু। এমনটাই বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট মহলের। সামনে নারদ মামলার গুরুত্বপূর্ণ শুনানি। তার আগে এইরকম এক দক্ষ অ্যাডভোকেট জেনারেলের সরে যাওয়া রাজ্যের পক্ষে মোটেই সন্তোষজনক নয়। আগামী অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসেবে নাম শোনা যাচ্ছে কিশোর দত্তের। ঘটনা হল, তিনিও রাজ্য সরকারের এইরকম অসহিষ্ণুতার মধ্যে ঠিকভাবে কাজ করতে পারবেন কি না তা নিয়েও স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে। শীর্ষ আমলাদের এইভাবে পশ্চাদপসরণ মোটেই কাম্য নয় কোনও গণতান্ত্রিক কাঠামোয়। এতে সরকার বিরোধী একটা মনোভাব সঞ্চারিত হতে পারে আমলাদের মধ্যে। এর নজির আগেও লক্ষ্য করা গিয়েছে। অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল লক্ষ্মী গুপ্তকেও নাকি সরে দাঁড়াতে হচ্ছে, এমন একটা খবরও রয়েছে। সব মিলিয়ে এর ফলে আদৌ সরকারের গরিমা বাড়ছে না, তৈরি হচ্ছে বিড়ম্বনাই। রুলবুকের মধ্যে থেকে এজি'রা সরকারের হয়ে যে প্রাণপাত লড়াই তুলে ধরেন তাও খুশি করতে পারছে না রাজ্য সরকারকে। কিন্তু তা বলে তো আর আইনের গণ্ডির বাইরে যেতে পারবেন না কোনও ব্যারিস্টারই। তাহলে কি বারবার সরে দাঁড়াতে হবে তাঁদের?

অমৃত কথা

কিন্তু যদি ওই সকল গুণপ্রবাহের বেগ মন্দীকৃত হয়, বৃথা গৌরব-ঘোষণে কি সাম্রাজ্য শাসিত হইবে? এজন্য এ সকল গুণের প্রাবল্য সত্ত্বেও অর্থহীন 'গৌরব' রক্ষার জন্য এত শক্তিক্ষয় নিরর্থক। উহা প্রজার কল্যাণে নিয়োজিত হইলে, শাসক ও শাসিত উভয় জাতিরই নিশ্চিত মঙ্গলপ্রদ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বাহ্য জাতির সংঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে। এই অল্প জাগরূকতার ফলস্বরূপ স্বাধীন চিন্তার কিঞ্চিৎ উন্মেষ।

একদিকে প্রত্যক্ষ-শক্তি-সংগ্রহরূপ-প্রমাণ-বাহন, শত সূর্যজ্যোতিঃ, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টি প্রতিঘাতিপ্রভা, অপরদিকে স্বদেশী বিদেশী বহু মনীষী উদ্ঘাটিত যুগযুগান্তরের সহানুভূতিযোগে সর্বশরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলদ, আশাপ্রদ, পূর্ব পুরুষদিগের অপূর্ব বীর্য, অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্লভ অধ্যাত্মতত্ত্ব কাহিনী। একদিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বলসঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে, অপরদিকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া ক্ষীণ অথচ মর্মভেদী স্বরে পূর্বদেবদিগের আর্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে।

সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীন বিদুষী নারীকুল, নতুন ভাব, নতুন ভঙ্গী অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে। আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবিত্রী, তপোবন জটাবল্কল, কাষায়, কৌপীন, সমাধি, আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে। একদিকে পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা অপরদিকে আর্য সমাজের কঠোর আত্ম-বলিদান। এ বিষম সঙ্ঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে তাহাতে বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা-অর্থকরী বিদ্য, উপায়-রাষ্ট্র-নীতি। ভারতে উদ্দেশ্য-মুক্তি, ভাষা-বেদ, উপায়-ত্যাগ। বর্তমান ভারত একবার যেন বুঝিতেছে-বৃথা ভবিষ্যৎ অধ্যাত্মকল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহলোকের সর্বনাশ করিতেছি, আবার মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছে—

'ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ।
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ।।

ফেসবুক বার্তা

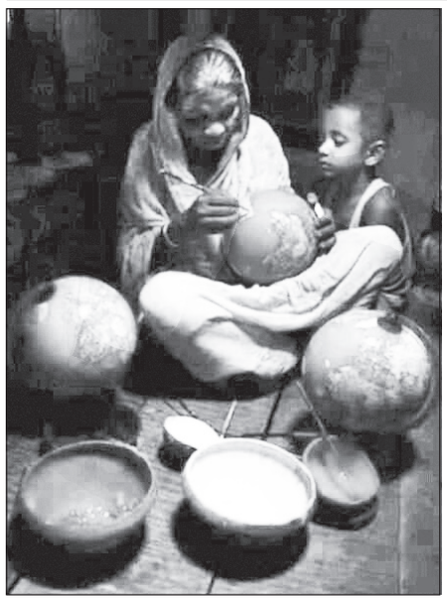

জননীর হাতে সৃষ্টি হচ্ছে আর এক জননীর। তুলির টানে অপূর্ব সুন্দর রঙের পৃথিবী তৈরি করছেন এক নারী। যা দেখে ভূগোল পড়তে হয় সকল ছাত্রছাত্রীকে। ফেসবুকের পাতায় উঠে এসেছে এমনই এক মাতৃময়ী ছবি।

ভাতাতে নয়, চোরদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করলেই চুরি বন্ধ হবে

নির্মল গোস্বামী

দুদিনের পঞ্চায়েত সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সকলের ভাতা বাড়িয়ে দিলেন। বাড়ানো অবশ্যই প্রয়োজন। কারণ দেশের কাজ তো খালি পেটে করা যায় না। এমএলএ, এমপি-রা লক্ষ লক্ষ টাকা ভাতা মাইনে অন্যান্য খরচ বাবদ যদি পেতে পারেন তাহলে পঞ্চায়েত স্তরের নির্বাচিত সদস্যরা কেন পাবেন না? তাদের অনেক সময় দিতে হয়। এই পর্যন্ত ঠিকই আছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এতে করে নাকি আর কেউ চুরি দুর্নীতি করবে না। এতো দিন পঞ্চায়েত স্তরের নির্বাচিত সদস্যরা চুরি করত কারণ তারা কোনও ভাতা পেত না তাই। তিনি নিজে বলেছেন চুরি করবে না তো কি করবে? খেতে না পেলে চুরি করবে না? ধন্যবাদ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে ভাতা বাড়ানোর জন্য। কিন্তু যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ভাতা বাড়ানোর ভাবনা চিন্তা করছেন তা পক্ষান্তরে হাজার হাজার পঞ্চায়েত সদস্যকে অপমান করার সামিল। কারণ এই তথ্য মুখ্যমন্ত্রী কোথা থেকে পেলেন যে পঞ্চায়েত সদস্যরা সব চুরি করে। প্রথমেই এই ভুল ধারণার প্রতিবাদ করছি। পঞ্চায়েতের সিংহভাগ সদস্যরা চুরি করে না বা চুরি করার সুযোগও পায় না। তাই চুরি আটকাবার জন্য ভাতা বাড়ানোর যুক্তি অবান্তর। পঞ্চায়েত সদস্যদের ১৫০০ টাকা করে মাইনে দিলেই যে তারা অসৎ থেকে সৎ হবে এমন কোনও কথা নেই। যে সৎ সে মাইনে না পেলেও সৎ। আবার যে অসৎ সে দেড় হাজার কেন দেড় লাখ পেলেও অসৎ থাকবে।

পঞ্চায়েত স্তরের রাজনৈতিক কর্মীরা মূলত সৎ থাকে। কারণ এখানে অল্প পরিসরের মানুষজন সব জানে সব বোঝে। পঞ্চায়েতে কি মাল এলো, তার বেনিফিসিয়ারির কি কি যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন, ফলে কে প্রাপক আর কে প্রাপক নয় তাও গ্রামসভার মানুষেরা জানে। এর বাইরে কোনও কাজ করতে গেলে তা ধরা পড়ে যাবে মানুষের কাছে। ফলে চুরি তারা খুব একটা করতে পারে না। যেটা করে সেটা সরাসরি কমিশন। ইন্দিরা আবাসনের ঘর পাইয়ে দেব ১০ হাজার দাও। অমুক রাস্তাটা ঢালাই হবে ঠিকাদারকে বলল পার্টি চালাতে গেলে খরচ আছে জান তো— তাই ফান্ডে দশ হাজার লাগবে। ঘরে জলের লাইন সংযোগ হয় নি এখন সংযোগ নিতে গেলে দশ হাজার লাগবে। আবার কাজ না করে স্কিমের টাকা বেমালুম গায়েব করার ঘটনাও শোনা যায়। সেক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীরা সরাসরি জড়িত। তা না হলে এই ধরনের কাজ করে পার পাবে না কোনও নেতা। ফলে সরকারি কর্মীরা সৎ নয় কেন এই প্রশ্ন তো তোলা যায়। তারা হাজার হাজার টাকা মাইনে পায়। তবুও সুযোগ পেলেই থাবা মারতে ছাড়ে না। এক্ষেত্রে চুরির জন্য অভাবকে তো দায়ী করা যায় না।

অতি সম্প্রতি খবরে প্রকাশ যে জলপাইগুড়ি জেলার একটি বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের হস্টেল না থাকা সত্ত্বেও ভুয়ো ছাত্রছাত্রীর নাম দিয়ে হস্টেল চার্জ বাবদ তাদের নামে ১০ হাজার টাকা করে অনুদান তুলে নিয়েছে। যারা কোনও দিন স্কুলে যায় নি তেমন লোকেদের নামে টাকা তোলা হয়েছে। সংখ্যালঘু দফতরের আধিকারিকরা তদন্ত করবে বলেছে আবার কেউ কেউ বলছে এক প্যারা টিচার্স ও হেড মাস্টার জড়িত। এই যে পুকুর চুরি করল তা কি তাদের দারিদ্র্যের জন্য? না খেতে পাওয়া মানুষ তো এরা নয়। তাহলে ১৫০০ ভাতা এতোদিন পায় নি বলে সবাই চুরি করত? এসব নেহাৎই ছেঁদো যুক্তি।

এতো দিন পর্যন্ত আমাদের রাজ্য সহ দেশে যত কোটি কোটি টাকা চুরি হয়েছে ঘোটালা হয়েছে সেখানে কোনও গরিব মানুষের নাম নেই। লালু থেকে ডি রাজা, কানিমাজি, আরও কত শত নাম বলল তারা কি অভাবের জন্য চুরি করল?

সারদা থেকে নারদায় যতটুকু তদন্ত হয়েছে যারা সিবিআই-এর র‍্যাডারে এসেছে তারা কেউ অভাবী মানুষ নয়। সকলের প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে আয় লক্ষ কোটি টাকা। তারা কেন কেলেংকারিতে জড়ান। নারদায় যাদের দেখা গেল তারা কেউ পঞ্চায়েত সদস্য নয়। বান্ডিল বান্ডিল ১০০০ টাকার নোট আলমারিতে টাওয়াল চাপা দিয়ে তুলে রাখছে। এদের আর্থিক অবস্থা সকলেই জানে। ব্যাঙ্কের টাকা সাধারণ গ্রাহকরা মারতে সাহস পায় না, অথচ রাজ্যসভার সদস্য বিজয় মালিয়া ৯ হাজার কোটি টাকা মেরে দিয়ে বেমালুম চলে গেল।

আমরা দেখি ট্যাক্সি চালক টাকা গহনার ব্যাগ ভুলে গাড়িতে ফেলে যাওয়া থানায় বা ঠিকানা খুঁজে ফেরত দেয়। অথচ এখন দেখা যাচ্ছে প্রতিষ্ঠিত নেতা মন্ত্রীরা চিট ফান্ড সংস্থার হয়ে ওকালতি করছে বিভিন্ন ভাবে। কিন্তু একবার ভুলেও জনগণকে বা তাদের দলের সাধারণ কর্মীদেরও সাবধানবাণী শোনায়নি যে ওই সব সংস্থায় টাকা রেখো না। অথচ তারাই জনগণের অভিভাবকত্বের মোক্তারনামা নিয়ে বসে আছে।

এটাও বাস্তব সত্য যে পঞ্চায়েতে স্তরের কর্মীদের দুর্নীতির জন্য দলকে বা দল নেত্রীকে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়নি। বিদেশি রাষ্ট্র প্রধানের ফোনালাপ শুনতে হয়নি। কিংবা ওই সিবিআই তদন্ত আটকাতে ১১ কোটি টাকা সরকারি কোষাগার থেকে খরচ করতে হয় নি। সামগ্রিক ভাবে দলকে কলঙ্কের ভাগীদার হতে হয়নি। ফলে যাদের জন্য এইসব ঘটছে তাদের কি করে সৎ, চরিত্রবান, আদর্শবান, দলগত প্রাণ করে গড়ে তুলতে পারেন নেত্রী একটু সেই দিকটা নজর দিলে গ্রামের হাজার হাজার সদস্য কর্মীরা লজ্জার হাতে থেকে বাঁচত। কারণ সিবিআই কখন কাকে ধরবে তার জন্য রাস্তায় মিটিং মিছিল ধর্নায় বসতে হতো।

পঞ্চায়েত স্তরে যে দুর্নীতি হয় না তা কিন্তু নয়। কিন্তু সেটা নির্বাচিত সদস্যরা যতটা না দায়ী তার থেকে দায়ী জেলা, ব্লক, গ্রাম স্তরে যারা দলের দায়িত্বে থাকে তারা। তারাই গ্রামের একজন সৎ মানুষ যারা গ্রাম সেবার শপথ নিয়ে দাঁড়ায় তাদের দুর্নীতিপরায়ণ হতে বাধ্য করে। চলতি কথা আছে না— মানুষ দেখে শেখে আর ঠেকে শেখে। তারা ওই সব নেতাদের (যারা দলের পদাধিকারী) দেখে শিখে যায়। বামপন্থীরা ছাড়া প্রায় সব দলই নির্বাচনে দাঁড়াবার জন্য টিকিট বেচে। টিকিট পাওয়ার জন্য নেতাদের টাকা দিতে হয়। নির্বাচনের সময় সব দলের অভ্যন্তরে এই অভিযোগ ওঠে। একেবারে ফেলে দেবার মতো নয়। ফলে কিছু হলেও সত্যি। তাই যে টাকা দিয়ে দাঁড়াবার ছাড়পত্র পেল সে যত ভাতাই পাক সৎ থাকবে কি? যে অসৎ রাজনীতির পঙ্কে সে পা রাখল তা ক্রমশই অতলে নিমজ্জিত হবেই। এটাই দস্তুর। সিপিএম তার দলের ক্যাডারদের সংসার চালানোর মতো মাহিনা দিয়ে হোল টাইমার রাখত তা সত্ত্বেও কর্মীরা 'কামানেওয়ালা' হয়ে গেল কি করে? অথচ যখন পার্টি ক্ষমতায় আসেনি। হোলটাইমারদের যৎসামান্য পয়সা দিত তখন তারা তুলনামূলক ভাবে বেশি সৎ নিষ্ঠাবান ছিল।

ফলে টাকা আছে কি নেই তার উপর সৎ অসৎ নির্ধারণ করা যায় না। চুরি করার সুযোগটা যদি মানুষ না পায় তাহলে সে চেষ্টা করেও চোর হতে পারে না। আরও কঠোর শাস্তি ও সামাজিক ঘৃণা, নিন্দা যদি বরাদ্দ থাকে তাহলে সুযোগ পেলেও ভয়ে চুরি করতে পারে না। প্রবহমান সব জিনিসই উচ্চ থেকে নিচের দিকে ধাবমান হয়। সততা বা দুর্নীতির ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। উপর তলার নেতামন্ত্রীদের থেকে তা নিচের দিকের কর্মীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। নেতারা হন অনুকরণীয়। তাই তাদের অনুকরণ কর্মীরা তো করবেই। তা ভাল হলে ভাল মন্দ হলে মন্দ। আমরা উপর তলার নেতারা সব রকমের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকব। আর নিচের তলার কর্মীদের কিছু পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে বলব তোরা সৎ হ। তাহলে তারা সৎ হবে- এটা অবৈজ্ঞানিক।

আমার গ্রাম, আমার পাড়া, আমার অঞ্চল-এর ভালোর জন্য স্বেচ্ছায় সময় দেব, এটা একদিকে আনন্দর আর সম্মানের। পয়সার বিনিময়ে সদস্য হওয়া রাজনীতি যে পেশা সেটাকেই প্রতিষ্ঠিত করা হল। গ্রামীণ স্তরে আরও হানাহানি। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বাড়বে দলের অভ্যন্তরে।

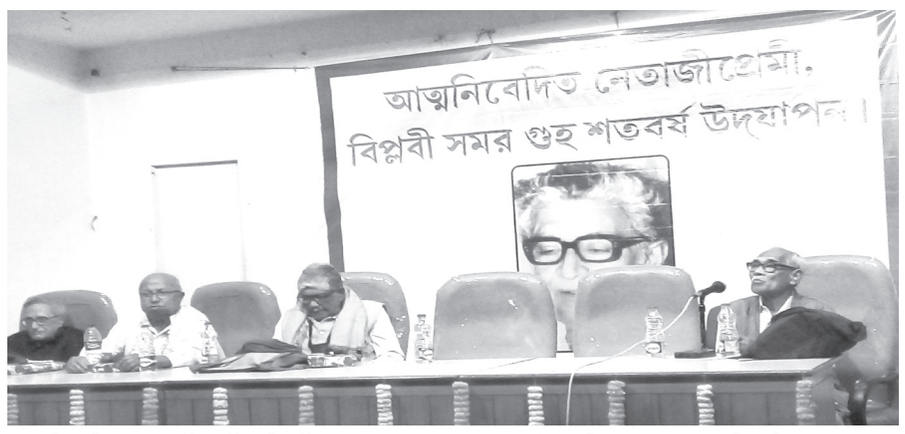

আত্মনিবেদিত নেতাজীপ্রেমী, বিপ্লবী সমর গুহর জন্ম শতবর্ষ উদযাপিত হল তার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং স্মৃতিচারণের মাধ্যমে ২৯ জানুয়ারি যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ইন্দুমতি সভাগৃতে। উপস্থিত ছিলেন প্রবীন রাজনীতিক ও আইনজ্ঞ কাশীকান্ত মৈত্র, বিজয় নাগ, শিবব্রত রয়, কবি অলোকরঞ্জন দাসগুপ্ত, প্রবীন সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত সহ আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন ড. সন্মথনাথ ঘোষ।

রামায়ন থেকে কবি গুরুর সাথে বাংলা ও নেপালি সম্পর্ক ফিরে দেখা

সব্যসাচী সান্যাল : আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা-সংস্কৃতি সমিতির শিলিগুড়ি শাখার উদ্যোগে বংলা ও নেপালি ভাষার 'আন্ত:সম্পর্ক ফিরে দেখা এগিয়েভাবা' আলোচনা শীর্ষক এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান শিলিগুড়ির উদয়ন স্মৃতি পাঠাগারে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বিশিষ্ট অতিথিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড: গৌরমোহন রায়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক ড: সুবোধ যশ, আলিপুরদুয়ার থেকে আসা প্রমথনাথ প্রভৃতি এবং আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা-সংস্কৃতি সমিতির পক্ষ থেকে ও শিলিগুড়ির অনেক কবি সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় উঠে এল সত্তরের দশকে রাজভাত খাওয়াতে এইরূপ সম্মেলনের কথা। উত্তরবঙ্গে বহুভাষা ও জনসমষ্টির বাস। তথ্য মতে দশম শতাব্দীতে নেপালি ভাষার উদ্ভব। বর্তমানে এর লিপি দেবনাগরী। শংকর দেবপান্ডা নেপালি ভাষায় প্রথম গীতাঞ্জলি অনুবাদ করেন।

শরতচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু রচনা নেপালি ভাষায় অনুবাদ হয়। ১৯৪২ সাল নাগাদ ডুয়ার্সের কালচিনি থেকে নেপালি ভাষায় গল্প, কবিতা প্রকাশ করেন বীর বাহদুর রাই। দাজিলিং, তরাই, ডুয়ার্স অঞ্চলে নেপালি সাহিত্য চর্চা আজও ভালভাবে হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক ড: সুবোধ যোশ বলেন ভাষা আত্মার সাথে জড়িত। নেপালি ভাষার ওপর ড: সুবোধ যোশের গবেষণালব্ধ বই 'প্রবচনে নেপালি জীবনধারা এবং সংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বংলা ও নেপালি ভাষার শব্দার্থ সমীক্ষা গুনিজনের কাছে সমাদৃত হয়েছে। আর্যভাষা শ্রেণিভুক্ত হওয়ায় বাংলা ও নেপালি ভাষার নৈকট্য রয়েছে এবং অনেক নেপালি প্রবাদকে বাংলায় অনুবাদ করে দেখা গেছে বংলা ভাষার সাথে অনেক মিল। নেপালি কবি ঔপনাসিক মুলুক পরিজাতের লেখা 'সিরিস্কা ফুল একটি উচ্চমানের মনোস্তাত্বিক পরিবেশন যার বাংলা অনুবাদ হয়নি। নেপালি লেখক শিবকুমার রাই (শহর কেন্দ্রিক গল্প), ইন্দ্রবাহাদুর রাই (ডাক বংলা উপন্যাস), প্রেমসিং ও আরো অনেকে সাহিত্য অ্যাকাদমি পুরস্কার পেয়েছেন যেগুলোর কোন বাংলা অনুবাদ হয়নি।

ড: যোশ আরো বলেন ছোট কবিতার একটা স্বত্বন ও উজ্জ্বল মর্যাদা আছে। অনুষ্ঠানের সভপতি ড: গৌরমোহন রায় তাঁর ভাষণে বলেন পৃথিবীতে আনুমানিক ৬ হাজার ভাষা আছে যার মধ্যে প্রতি বছর বেশ কিছু ভাষা লুপ্ত হচ্ছে। বিশ্বের ছাব্বিশ কোটিরও পর বাংলা ভাষাভাষি আছে এবং বাংলা ভাষা বিশ্বের মধ্যে পঞ্চম স্থানে আছে। দেবনাগরীতে লেখা নেপালি ভাষার বয়স সাড়ে ছয়শো থেকে সাতশো বছর। গত তিনশো বছর ধরে নেপালি ভাষা বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করেছে। নেপালি ভাষার আদি কবি আচার্য্য ভানুভক্ত (১৮১৬ -১৮৬৮) অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নেপালি ভাষায় রামায়নের অনুবাদ।

১৯৬২ সাল থেকে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নেপালি ভাষায় পঠন-পাঠন শুরু হয়। আয়োজক সংস্থার আহ্বায়ক সজল কুমার গুহ জানান বিশেষ অসুস্থতার কারণে নেপালি ভাষার কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে কৃষ সিং, ড: জীবনরানা, অধ্যাপিকা রেমিকা থাপা যিনি ২০১০ সালে কবিগুরুর গীতাঞ্জলির নেপালি ভাষায় অনুবাদ করেন আসতে পারেন নি তবে আগামী দিনে এই ধরণের আলোচনা সভায় তাদের উপস্থিতি আশা করা যায়। সমিতি মনে করে বিভিন্ন ভাষাভাষিদের মধ্যে মেলবন্ধন জরুরি। অর্পণা রায়ের নেপালি ভাষার গান দিয়ে সভার সমাপ্তি হয়। সজল গুহুর সঞ্চালনায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

করের হার ১০ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ

ব্যবসা ছাড়া ৫ লক্ষ টাকা বা তার কম হলে আয়কর রিটার্নের ফর্ম এক পাতার

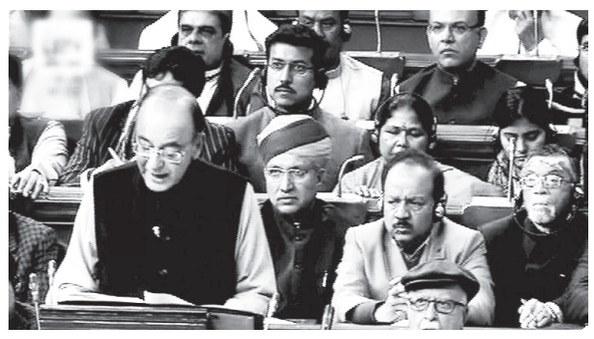

বিশেষ সংবাদদাতা: কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ব্যক্তিগত আয়কর ক্ষেত্রে বছরে ২.৫ থেকে ৫ লক্ষ টাকা আয়ের জন্য করের হার বর্তমানের ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করার কথা ঘোষণা করেছেন। এর ফলে ৫ লক্ষ টাকার নিচে আয় যাদের, তাদের কর সংক্রান্ত দায় হয় শূন্য (ছাড় সহ) অথবা বর্তমান দেয় করের ৫০ শতাংশে দাঁড়াবে।

সংসদে সাধারণ বাজেট পেশ করে অর্থমন্ত্রী জেটলি বলেন বর্তমানে করের বোঝাটা প্রধানত পড়ে করদাতা এবং বেতনভোগী কর্মচারীদের ওপর যাঁরা তাদের সঠিক আয় দেখিয়ে থাকেন। তাই বিমুদ্রাকরণ পরবর্তী সময়ে এই শ্রেণীর মানুষদের অত্যন্ত সংগত ভাবেই প্রত্যাশা আছে যে তাদের করের বোঝা কমবে। তিনি আরও বলেন যে নিম্নতম শ্রেণীতে করহার যদি কম হয় আরও বহু মানুষ কর ব্যবস্থায় থাকতে চাইবেন। অর্থমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে ভারতের সব নাগরিককে দেশ গঠনে অবদান রাখতে ৫ শতাংশ হারে সামান্য হারে কর দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, যদি তাদের আয় বছরে ২.৫ থেকে ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে হয় তাহলে এই কর প্রদান করা উচিত।

অর্থমন্ত্রী জেটলি আরও বলেন সরকার কর ফাঁকি দেওয়া আরও বহু মানুষকে কর ব্যবস্থার আওতায় আনতে চেষ্টা করছে। তাই কর ব্যবস্থাকে প্রসারিত করতে ব্যবসা ছাড়া অন্য কোনও সূত্র থেকে ব্যক্তিগত আয় বছরে ৫ লক্ষ টাকা বা তার কম হলে একটি সহজ এক-পাতার ফর্ম রিটার্ন হিসেবে দাখিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই শ্রেণীর কোনও মানুষ প্রথমবার রিটার্ন পেশ করলে কোনও রকম খুঁটিয়ে দেখা হবে না যদি না তার বিরুদ্ধে উচ্চমূল্যের লেন-দেনের কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ থাকে।

বাজেট ভাষণে অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, সুবিধাগুলি যাতে দু'রকমভাবে না নেওয়া হয় সেজন্য একই শ্রেণীর সুবিধা প্রাপকদের প্রাপ্য ছাড়ের অঙ্কটা কমিয়ে ২৫০০ টাকা করা হয়েছে আর এটা বছরে সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এই দুটি পদক্ষেপের মিলিত পরিণাম হলো বছরে ৩ লক্ষ টাকা আয়ের জন্য করের দায়বদ্ধতা হবে শূন্য আর ৩ থেকে সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা আয়ের ক্ষেত্রে করের পরিমাণ দাঁড়াবে ২৫০০ টাকা। ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের ক্ষেত্রে করের দায় আগের দেয় পরিমাণের অর্ধেক হবে আর অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত করদাতারাও ব্যক্তিপিছু ১২ হাজার ৫০০ টাকার সুবিধা পাবেন। এই ব্যবস্থার দরুণ মোট কর রেহাইয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ১৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকা।

এই রাজস্ব ক্ষতি সামাল দিতে ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত করযোগ্য আয়ের যেসব ব্যক্তি তাদের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ হারে অতিরিক্ত সারচার্জ প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে ২৭০০ কোটি টাকার বাড়তি রাজস্ব সংগৃহীত হবে।

অর্থমন্ত্রী আরও জানান, প্রত্যক্ষ কর ছাড়ের দরুন মোট রাজস্ব ক্ষতি হতে চলেছে মোট ২২ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। তবে ২ হাজার ৭০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত রাজস্ব সংগৃহীত হলে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে নিট রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে ২০ হাজার কোটি টাকা।

বার্ষিক ব্যক্তিগত করযোগ্য আয়	কর হার		কর ছাড়
	ছিল	হবে	
২.৫ লক্ষ টাকা	০	০	১০০%
৩ লক্ষ টাকা	১০%	০	১০০%
৩.৫ লক্ষ টাকা	১০%	৫%	২৫০০ টাকা
৩.৫-৫ লক্ষ টাকা	১০%	৫%	বর্তমান করের ৫০%
৫-১০ লক্ষ টাকা	২০%	২০%	১২৫০০ টাকা
১০ লক্ষ টাকার বেশি	৩০%	৩০%	১২৫০০ টাকা

সোনারপুরে কিশোরী খুন

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : সোনারপুরের কালীবাজারের ৩২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা ১৬ বছরের প্রীতি বসাকের দেহ দরমার ঘর থেকে উদ্ধার করল সোনারপুর থানার পুলিশ। লস্করপুর রবীন্দ্র বিদ্যাপীঠের ছাত্রী এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। গত রবিবার বাড়ির পাশে একটি দরমার ঘরে পড়াশুনা করছিল সে। রাত বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে জনা চারেক যুবক ঘরে ঢুকে তাকে ধর্ষণ পর খুন করে বলে অভিযোগ। সোমবার বিকেলের দিকে ময়না তদন্তের রিপোর্টে পরিস্কার হয় সব ঘটনা। দিদিমা পারুলবালা বলেন, রবিবার রাত ১০টা নাগাদ দরমার ঘরে চলে যায় তারপর রাত ১১টা পর্যন্ত পড়ছিল। পরদিন সকালে অনেক ডাকাডাকিতেও সাড়া মেলেনি নাতনির। দরজা ভেঙে ঢুকে দেখা যায় ঘরে নাতনি উপুড় হয়ে টেবিলে মাথা নিচু করে পড়ে রয়েছে। কপাল তুলতেই দেখে আঘাতের চিহ্ন। এছাড়া নাতনির শরীর থেকে দিয়ে রক্ত ঝড়ছে। উপস্থিত হন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও বারুইপুরের এস ডি পি ও অর্ক ব্যানার্জী। শেষ মেশ আটক করা হয় মূল অভিযুক্তঅমিত রায় (ছটু)সহ ৬জন সঙ্গীকে। অমিত রায় পুলিশের জেরায় কবুল করেছে ধর্ষণ ও খুন করার কথা।

বচসার জেরে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জীবনতলা : মঙ্গলবার রাতে দক্ষিণ মৌখালি গ্রামে ছয় বন্ধু মদ্যপান করে বচসার জেরে মৃত্যু হয় একজনের। মৃত ব্যক্তির নাম কার্তিক হাজারি (৩০)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে কার্তিক হাজারি, তরুণ বিশ্বাস, তাপস হালদার সহ আরও ৩ জন একটা ফাঁকা মাঠে বসে মদ্যপান করে। এদিন রাতে সেখানে গানের জলসা হচ্ছিল। মদ্যপানের পর বচসা বেঁধে যায়। বচসার জেরে উত্তেজিত হয়ে কার্তিক হাজারিকে বেধড়ক মারধর করে বাকিরা। জখম কার্তিককে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এ বিষয়ে মৃতের পরিবারের সদস্যরা ৫ জনের নামে অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্তে নেমে তরুণ বিশ্বাস, তাপস হালদারসহ আরও ১ জনকে গ্রেফতার করে। বাকি ২ জন পলাতক।

মৃত্যু গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বৃহস্পতিবার রাতে এক গৃহবধূর রহস্যজনক ভাবে মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ক্যানিং থানার উত্তর তালদি এলাকায়। মৃত গৃহবধূর নাম টিনা হালদার (৩৪)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে সৌরভ হালদারের সঙ্গে তালদি গাজীপাড়া গ্রামের বাসিন্দা টিনা গোস্বামীর বিয়ে হয় প্রায় ১৫ বছর আগে। তাদের দুই ছেলে। এদিন রাতে বড় ছেলে রাহুল বহুবার মাকে ডেকে সাড়া না পেয়ে দাদুর বাড়িতে খবর দেয়। গৃহবধূর পরিবারের সদস্যরা ছুটে আসেন। টিনাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এ বিষয়ে মৃত গৃহবধূর পরিবারের সদস্যরা ক্যানিং থানায় ৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে।

কাঁচড়াপাড়ায় রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : দলমত নির্বিশেষে কাঁচরাপাড়ার বিভিন্ন ওয়ার্ডের সমস্ত জনসাধারণকে নিয়ে মিলননগর আদর্শ খেলার মাঠে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিমুলক অনুষ্ঠানের সাথে গত ৮ ফেব্রুয়ারি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে 'আমরা সবাই'। শিবিরের উদ্বোধন করেন কাঁচরাপাড়া পুরপ্রধান সুদামা রায়। এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাঁচরাপাড়া পুরসভার কাউন্সিলররা। স্থানীয় তৃণমূল নেতা আনজুমান কমিটির সভাপতি গনি খাঁ সহ তৃণমূল যুব কংগ্রসের মিন্টু সামন্ত, কাঁচরাপাড়া টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষ চক্রবর্তী প্রমুখ ব্যক্তিরা এলাকার মানুষকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। শিবিরে ২৩৫ জন রক্তদান করেন। ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুজিত দাস জানালেন গত ৪ ফেব্রুয়ারি বাংলা সিরিয়ালের অনেক পরিচিত মুখ এবং ক্রীড়া জগতের অনেক সম্মানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে এই খেলার মাঠে উপভোগ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। ৭ ফেব্রুয়ারি চক্ষু পরীক্ষা এবং প্রবীন নাগরিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

জলাভূমি ভরাটের চক্র

প্রথম পাতার পর

কিন্তু স্থানীয় ক্ষমতাধর রাজনৈতিক নেতারা আইনের তোয়াক্কা না করে, সবুজ ধ্বংস করে বেআইনিভাবে জলাভূমি ভরাট করছে। রোহন্ডা পঞ্চায়েতের রাজনৈতিক কর্তা ব্যক্তিদের এহেন কার্যকলাপে স্থানীয় সাংসদ, বিধায়ক সকলেই ক্ষুব্ধ। এমনকি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি কৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও পঞ্চায়েত এলাকার নেতৃত্বের উপর ক্ষুব্ধ বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত প্রধান মালতী ঘোষ ও উপপ্রধান আমিনুল ইসলামের উপর গোটা রোহন্ডাবাসী বেজায় চটে আছেন। এমনকি তৃণমূলের এই পঞ্চায়েত প্রধানের নামে বিভিন্ন ক্ষোভও উগরে দিচ্ছেন এলাকাবাসী। এ সত্ত্বেও কোনও এক অজ্ঞাত কারণে জেলার নেতা থেকে কেউই কোনও উচ্চবাচ্য করছেন না। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রধান ও উপপ্রধান স্থানীয় ক্লাবকে সামনে রেখে এই জলাশয় ভরাটের কাজ শুরু করেছে। কিন্তু তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব চুপ করে থাকায় বিরোধীরা শীঘ্রই আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়ে জানান, বিষয়টা তাদের নজরে এসেছে। কিন্তু জেলার শাসক দলের নেতারা চুপ করে থাকায়, এতে তাদেরও পরোক্ষে সায় আছে কিনা এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা রীতিমতো সন্দিহান।

মানিকের জনসভায় প্রাণ পেল সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি: ৬ ফেব্রুয়ারি মানিক সরকারের জনসভায় জনপ্লাবন দেখে উজ্জীবিত হয়ে আশায় বুক বাধছে বীরভূম জেলার সিপিএম নেতৃত্ব। ৬ ফেব্রুয়ারি বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ির জেলা কালেক্টর মাঠে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের জনসভা হয়। উপস্থিত ছিলেন রামচন্দ্র ডোম, মৃগাঙ্গ ভট্টাচার্য্য, নৃপেন চৌধুরী, কবিতা রায়, আভাস রায় চৌধুরী, বীরভূম সিপিএম জেলা সম্পাদক মনসা হাসদা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। রাজ্য এবং কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতির তীব্র কটাক্ষ করেন মানিকবাবু। সভা শুরুর প্রথমে সুসজ্জিতভাবে আদিবাসী রমনীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় আদিবাসী নৃত্য। তারপর শুরু হয় বক্তৃতা। মানিক সরকারের বক্তব্যে ঝড় উঠে। রাজ্যের তৃণমূল সরকার এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য এবং কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতির তীব্র কটাক্ষ করেন মানিকবাবু। তিল ধারণের জায়গা ছিল না। ৫ ফেব্রুয়ারি রবিবার সস্ত্রীক মানিক সরকার হাওড়া থেকে দুপুরে কবিগুরু এক্সপ্রেসে বোলপুর আসেন। বোলপুর স্টেশনে মানিক সরকারকে স্বাগত জানান বিশ্বভারতীর উপাচার্য, সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য ডাক্তার রামচন্দ্র ডোম। রাতে শান্তিনিকেতনে রাত্রিবাস করেন সস্ত্রীক মানিক সরকার। ৬ ফেব্রুয়ারি সোমবার সকালে শ্রীনিকেতনে ৯৫তম মাঘী মেলার সূচনা করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

৬ ফেব্রুয়ারি সোমবার সিউড়ির মানিক সরকারের জনসভায় আসার পথে চারজন সিপিএম কর্মীর উপরে হামলার অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের বিরুদ্ধে। চাতরায় ১৫টি টাটাসুমো, তিনটে ট্রেকার আটকানোর অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বোলপুরে জনসভার জন্য ১১০টি বাস ভাড়া করে সিপিএম নেতৃত্ব। তৃণমূলের হুমকির জন্য অগ্রিম টাকা ফেরত দেয় বাস মালিকরা। ৪ ফেব্রুয়ারি রাত্রে সিউড়ির এসপি মোড় থেকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত ১০০০টি সিপিএমের পতাকা, ফ্লেক্স, ফেস্টুন ছেঁড়ার অভিযোগ ওঠে শাসকদলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল। এর প্রতিবাদে সিউড়িতে সিপিএম ৫ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ মিছিল করে। দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ট্রাফিক ও আইন শৃঙ্খলা) আনন্দ সরকারের কাছে স্মারকলিপি দেয় সিপিএম নেতৃত্ব। কিন্তু তৃণমূলের সব বাধা বিপত্তি হুমকি উড়িয়ে ৬ ফেব্রুয়ারি সিউড়ির মানিক সরকারের জনসভায় জনপ্লাবন দেখল সিউড়ি, দাবি সিপিএমের। ৬ ফেব্রুয়ারি সিউড়ীর জেলা কালেক্টর মাঠে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের জনসভায় জনপ্লাবন দেখে উজ্জীবিত হয়ে আশায় বুক বাধছে বীরভূম জেলার সিপিএম নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন রামচন্দ্র ডোম, মৃগাঙ্গ ভট্টাচার্য্য, নৃপেন চৌধুরী, কবিতা রায়, আভাস রায় চৌধুরী, বীরভূম সিপিএম জেলা সম্পাদক মনসা হাসদা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। রাজ্য এবং কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতির তীব্র কটাক্ষ করেন মানিকবাবু। স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় পঞ্চায়েত ভোটের আগে ৬ ফেব্রয়ারি সিউড়ির মানিক সরকারের জনসভা থেকে কিছুটা হলেও অক্সিজেন পাবে বীরভূম জেলার সিপিএম নেতৃত্ব বলে মত রাজনৈতিক মহলের।

রূপায়ণ কী আদৌ সম্ভব?

প্রথম পাতার পর

কিন্তু যে সংশোধনী এনে ১৯৭২-এর সম্পত্তি ধ্বংস রোধ আইনকে সবল করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে তার সার্থক প্রয়োগ শাসক দল তাদের গোষ্ঠী সংঘর্ষের প্রতিকূলতা কাটিয়ে কতটা করতে পারবে তা নিয়ে ঘোরতর সন্দিহান রাজ্যের রাজনৈতিক মহল। বিরোধীরা যে প্রশ্ন তুলছেন তাও খুব একটা উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। তাঁরা বলছেন, আজ রাজ্যের শাসক দল যে সম্পত্তি ধ্বংস রোধ বিলের সংশোধনী পাশ করাল তারাই তো একসময় এই বিধানসভা ভাঙচুর করেছিল। সিঙ্গুর কাণ্ডের সময় বিধানসভা ভাঙচুরে নেতৃত্ব দিতে দেখা গিয়েছিল তৎকালীন বিরোধী নেত্রী তথা আজকের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অপরদিকে বামেরা যে এই নিয়ে গলা ফাটাবে তারও জো নেই। কারণ রাজ্যে কংগ্রেস আমল চলাকালীন ট্রামের ভাড়া মাত্র এক পয়সা বাড়িয়েছিল বলে তখন ট্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছিল 'জঙ্গি' কমরেডরা। তাছাড়া যে কোনও আন্দোলন যখনই মারাত্মক আকার ধারণ করেছে, কি অতীতে আর কি বর্তমানে, তখন আইন হাতে তুলে নিতে দেখা গিয়েছে সাংসদ, বিধায়ক, কাউন্সিলর, পঞ্চায়েত সদস্য থেকে সাধারণ পার্টি কর্মীদের। লাল-নীল-হলুদ-সবুজ নির্বিশেষে সব দলই এই দোষে দুষ্ট। তাই এই ধরণের বিলের কার্যকর হওয়া নিয়ে ভুরি ভুরি প্রশ্ন কিন্তু থেকেই গেল।

কাঠগড়ায় বিধায়ক

প্রথম পাতার পর

পরীক্ষা দিয়ে পালাতে পারলেই বাঁচি। নব নির্বাচিত জিএস তাপস হালদার বলেন, 'তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কোনও গোষ্ঠী এই কলেজে নেই। তবে দীর্ঘদিন ধরে মূল দলের নেতারা এই কলেজের ছাত্র সংসদকে নিজেদের আয়ত্তে রাখতে উঠে পড়ে লাগে। তবে সেই কারণে এই হামলা কিনা বলতে পারব না।' এই ঘটনার সম্পর্কে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূলের সভাপতি শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'কলেজের এই গন্ডোগোল দুর্ভাগ্যজনক। এই ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। বিধায়ক জয়দেব হালদারকে ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে। বিধায়ক জয়দেব হালদার বলেন, 'দলের নির্দেশ আমি মাথা পেতে নিয়েছি। আগামী দিনেও দলের নির্দেশ আমি মেনে চলব।' অবশেষে বুধবার দুপুরে এসিজেএম আদালতে আত্মসমর্পণ করেন কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা বিধায়ক জয়দেব হালদারের দুই ছেলে সুদীপ হালদার, সন্দীপ হালদার ও ভাইপো অভিজিৎ হালদার। প্রত্যেককে এক হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দেন বিচারক। এছাড়াও অভিযুক্তদেরকে প্রত্যেক সপ্তাহের একদিন করে মন্দিরবাজার থানায় হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও ঘটনার তিনদিন পরও মামলার অন্যতম অভিযুক্ত বিধায়কের ভাই বাসুদেব হালদার এখনও ফেরার বলে দাবি পুলিশের। তবে আইনজীবী মহলের একাংশের ধারণা, পুরো ব্যাপারটি সাজানো। আগে কলেজ ছাত্র দেখিয়ে তিন অভিযুক্তের জামিন করানো হল। এরপর একই গ্রাউন্ডে মূল অভিযুক্তও জামিন পেয়ে যাবে।

বিডিও অফিস জবরদখল

প্রথম পাতার পর

জবরদখল বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে আইন মাফিক। স্থানীয় মানুষজন ক্ষোভের সঙ্গে অভিযোগ করে বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বলছেন সরকারি জায়গায় জবরদখল চলবে না। অথচ বিডিও অফিসের সীমান্তে পাকা পাঁচিল না থাকায় বহিরাগতরা এসে জবরদখল করে দোকানপাট করে ফেলেছে।

এমন কি বেশ কিছু মানুষজন জবরদখল করে বাড়ি ঘর তৈরি করছে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে। শুধু বিডিও অফিস নয় এই জমিতে চালু হয়েছে পঞ্চায়েত সমিতি ভবন, ভারত নির্মাণ রাজীব গান্ধি সেবা কেন্দ্র, মৎস্য দফতর, খাদ্য সরবরাহ এইসব গুরুত্বপূর্ণ দফতরগুলিও। ক্যানিং-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশরাম দাস বলেন, পাকা পাঁচিল দেওয়ার বিষয়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞান মডেলে প্রথম পিকে হাই স্কুল

দীপক ঘোষ : সম্প্রতি রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতার আগেই অনুষ্ঠিত হয় পূর্বাঞ্চলীয় ৯টি রাজ্যের মধ্যে বিজ্ঞান মডেল প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতায়

অংশগ্রহণ করে রাজ্যের মধ্যে প্রথম হয় পিকে হাই স্কুল। বিষয়বস্তু হিসাবে বেছে নেওয়া হয় ''জলশোধন'' সংক্রান্ত একটি বিষয়। পিকে হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা প্রমাণ করেছে যে চড়া দামের যে সব জল পরিশোধক যন্ত্র মানুষকে কিনতে উৎসাহিত করা হচ্ছে মূলত তার কোনও প্রয়োজন নেই। RO কিংবা UV পদ্ধতিতে যে পানীয় জলকে বিশুদ্ধ করা হয়েছে, তা উপকার তো করেই না বরং শরীরের ক্ষতিসাধন করে। ছাত্রছাত্রীদের বিষয়টি শিখিয়ে পড়িয়ে উৎসাহিত করেছেন জনপ্রিয় রসায়ন শিক্ষক শিবু নস্কর। মডেল নির্মাণে সহযোগিতা করেছেন প্রাক্তন ছাত্র নীলাঞ্জন হালদার। অংশগ্রহণ করে হাতে নাতে তা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেন, ছাত্রীদ্বয় তিয়াসা নস্কর ও সৌরিমা সাহা।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অসিত বরণ দে, সম্পাদক কালীপদ মাইতি সভাপতি বরুণ দে এই সাফল্যে অত্যন্ত খুশি। রসায়ন শিক্ষক শিবু নস্কর সব কৃতিত্বের জন্য ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ আর নিষ্ঠার কথাই বার বার বলেছেন।

প্রসঙ্গত গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ বজবজ পিকে হাইস্কুলের দুই ছাত্র আকাশ অধিকারী ও নারায়ণচন্দ্র বাগ সরকারি বিজ্ঞান মেলায় রাজ্যস্তরে প্রথম হয়েছিল। বাজার চলতি দুধের প্যাকেটে ভেজাল সংক্রান্ত একটি মডেল তৈরি করে এবং ১ লক্ষ টাকা পুরস্কার পায়। নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামের বিজ্ঞান মেলায় প্রশংসিত হয় এই প্রকল্প।

নাম পরিবর্তন

আলিপুরের ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ০৫.০১.২০১৭ তারিখের এফিডেভিট বলে আমি গোবিন্দ নস্করের পরিবর্তে ১১১৯২৭৩১ নম্বরের রেশন কার্ডে উল্লিখিত সঠিক নাম গুণধর নস্কর নামে পরিচিত হইলাম। গুণধর নস্কর ও গোবিন্দ নস্কর এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি।

গুণধর নস্কর
সন্তোষপুর সিক্সথ রোড, মডার্ন পার্ক
কসবা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

আমি আলিপুরের ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ০৫.০১.২০১৭ তারিখের এফিডেভিট বলে শোভারানী নস্কর স্বামী গোবিন্দ নস্করের পরিবর্তে ১১১৯২৭৩২ নম্বরের রেশনকার্ডে সঠিক ভাবে উল্লিখিত শোভা নস্কর স্বামী গুণধর নস্কর নামে পরিচিত হইলাম। শোভা নস্কর স্বামী গুণধর নস্কর ও শোভারানী নস্কর স্বামী গোবিন্দ নস্কর এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি।

শোভা নস্কর
সন্তোষপুর সিক্সথ্ রোড, মডার্ন পার্ক
কসবা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

আমি ক্যানিং নোটারি পাবলিকের ০৫.০১.২০১৭ তারিখের এফিডেভিট বলে মুসলিম হইতে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হইলাম এবং ফতেমা খাতুনের পরিবর্তে জলি দাস নামে পরিচিত হইলাম। জলি দাস ও ফতেমা খাতুন এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি।

জলি দাস
ফরিদপুর, বারুইপুর
দক্ষিণ ২৪ পরগণা

আলিপুর বার্তার সারকুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

২০১৬-১৭ খরিফ মরশুমে রাজ্য সরকার, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কুইন্টাল প্রতি ১,৪৭০ টাকাতে ধান কিনছে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্য জুড়ে সমস্ত জেলার বিভিন্ন প্রান্তে মোট ৩২৯টি ধান ক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কৃষক বন্ধুরা এই সব ধান ক্রয় কেন্দ্রে ধান বিক্রি করলে কুইন্ট্যাল পিছু বাড়ত ২০ টাকা করে উৎসাহ ভাতা পাবেন। এছাড়া ৫৫০টি সমবায় সমিতিতে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ধান ক্রয় করা হচ্ছে।

● ধান ক্রয় কেন্দ্রে বা সমবায় সমিতিতে ধান বিক্রি করতে সত্বর চলে আসুন।●

কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নোট বাতিলের জন্য সারা বাংলার কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের দৈনন্দিন জীবন বিপর্যস্ত, রাজ্যের কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের এই সঙ্কটকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাধ্য মতো সর্বদা তাদের পাশে থাকতে বদ্ধ পরিকর।

মনে রাখবেন

১.সমবায় সমিতি বা ধান ক্রয় কেন্দ্রে ধান বিক্রি করার সময় সব কৃষক বন্ধুদের একটি নিবন্ধীকরণ কার্ড দেওয়া হচ্ছে।
২.ধানের মূল্য সরাসরি কৃষক বন্ধুদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে (IFS Code যুক্ত) ধান ক্রয়ের তিনদিনের মধ্যে জমা দেওয়া হচ্ছে।
৩.ধান ক্রয় কেন্দ্রে একজন কৃষক বন্ধু একদিনে সর্বাধিক ৩০ কুইন্ট্যাল ও খরিফ মরশুমে মাথাপিছু মোট ৪৫ কুইন্ট্যাল পর্যন্ত ধান বিক্রয় করতে পারবেন।
৪.ধান ক্রয় কেন্দ্র সরকারি ছুটির দিন বাদে সোমবার থেকে শনিবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত খোলা থাকবে।
৫.ধান বিক্রি করার সময় (ক) সচিত্র পরিচয়পত্র, (খ) জমি সংক্রান্ত নথি, (গ) IFS Code যুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পাশবই (ঘ) দু-কপি ফটো আনতে ভুলবেন না।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটবর্তী ব্লক উন্নয়ন আধিকারি/মহকুমা বা জেলা খাদ্য নিয়ামকের কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।
আরও জানতে ফোন করুন ১৯৬৭ অথবা ১৮০০ ৩৪৫ ৫৫০৫ টোল ফ্রি নম্বরে (সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত) অথবা খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের ওয়েবসাইট www.wbpds.gov.in দেখুন।

১৫৫(২)/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/০৭.০২.১৭

বিপজ্জনক বাড়ির সমস্যা মিটছে

বরুণ মন্ডল

কলকাতা পুর বিল্ডিং দফতরের দেওয়া হিসেবে এ মহানগরে সাবেকী বিপজ্জনক বাড়ির সংখ্যা সাড়ে তিন হাজারের বেশি। এর মধ্যে খুবই বিপজ্জনক বাড়ির সংখ্যা শ' পাঁচেক। যার বেশির ভাগই উত্তর ও মধ্য কলকাতায়। বিপজ্জনক বাড়ি রয়েছে, কলেজ স্ট্রিট (ওয়ার্ড নম্বর : ৪০), আমহার্স্ট স্ট্রিট, মহাত্মা গান্ধি রোড, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, বউবাজার, মানিকতলা, কলুটোলা, পাথুরিয়াঘাটা (ওয়ার্ড নম্বর : ২৮), শোভাবাজার, শিয়ালদহ, পোস্তা (ওয়ার্ড নম্বর : ২৩), বড়বাজার (ওয়ার্ড নম্বর : ২৩) ইত্যাদি। ডিরেক্টর জেনারেল (বিল্ডিং-২) দেবাশিস চক্রবর্তী জানান এই সাড়ে তিন হাজারের মধ্যে প্রায় ২,৪০০টি বাড়ি রয়েছে এই উত্তর ও মধ্য কলকাতার সাবেকি এলাকায়। কলকাতার বরো নম্বর ৪ (ওয়ার্ড নম্বর : ২১-২৮, ৩৮-৩৯) ও ৫ (ওয়ার্ড নম্বর : ৩৬-৩৭, ৪০-৪৫, ৪৮-৫০) বরো এলাকায়। আর এই বিপজ্জনক বাড়িতে বসবাস করেন প্রায় ৫০ হাজার মানুষ। কলকাতা মহানগরে এই সাড়ে তিন হাজার বাড়ির স্থায়ী সমাধানে পুর বিল্ডিং আইনে 'খ' দাগের 'সাধারণ ক্ষমতাদি' বিষয়ে ৪০৪-৪১৩ 'ক' ধারাগুলির সঙ্গে নতুন একটি ধারা ৪১২ পুরনোটির পরেই '৪১২ক' নতুন ধারাটি সংযোজন করা হচ্ছে। গত ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতা পুর সংস্থার সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারক কমিটি 'মেয়র পারিষদ' বৈঠকে রাজ্য আইন কমিশনের সভাপতি বিচারপতি প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আইনজ্ঞদের দ্বারা নির্মিত রিপোর্টে এ বিষয়টি বলা রয়েছে। এদিন বৈঠক শেষে মহানাগরিক জানান, পুর অধিবেশনে পাসের পর এই খসড়া বিলটি রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হবে। বিধানসভা অধিবেশনে বিলটি গৃহীত হওয়ার পর আইনে পরিণত হলে তবেই পুর প্রশাসন এ বিষয়ে এগোতে পারে। প্রসঙ্গত, পুর বিল্ডিং আইনের নয়া এই '৪১২এ ধারায়' ১৩টি উপধারা রয়েছে। তাতেই 'দখলকার' (অকুপায়ার) ও 'শরিকি' শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়েছে। আইনের বিষয়ে মহানাগরিকের বক্তব্য নয়া আইনটি নিয়ে কোনও জটিলতা থাকলে পুরসংস্থা থেকে ধাপে ধাপে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হবে কোথাও কোনও সমস্যা হবে না।

মহানগরে

এবারের বিষয়

বিজ্ঞাপনে বিপদ ২

চলছে নতুন স্বাদের ধারাবাহিক ৯

হ্যালো অরিন্দম বলছি

শিশুরা ভূমিষ্ঠ হয় আনন্দ ধারার মধ্য দিয়ে। সেই সময় দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম, ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ কি তারা জানে না। শুধু স্নেহ, মায়া, মমতা, আদর, প্রাণভরা ভালবাসা, যত্ন ও আশীর্বাদের মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে কৈশোর পেরিয়ে ওরা যৌবনে পৌঁছায় জীবনের বহু প্রতীক্ষিত এক সুন্দর পরিপূর্ণতার স্বপ্ন নিয়ে। আর তার পরেই শুরু হয় নানা গন্ডগোল। কেউ সমাজের চোখে হয়ে যায় খারাপ কেউ ভাল। কিন্তু খারাপ কেন হলো তা নিয়ে এই দেশে তেমন কোনও ভাবনা চিন্তা নেই। হালে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে মানসিক বৈকল্য ও নানা ধরনের অপরাধ প্রবণতা। আজ এই চরম অবক্ষয়ের মাঝে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সৃজনশীল মানসিকতা ও সৌন্দর্য চেতনা। মানবজীবনের চরম ভয়ঙ্কর সময় নিঃসন্দেহে সেই মুহূর্ত। যখন শিথিল হয়ে পড়ে নীতি ও আত্মিক বন্ধন, তখন আদর্শের ক্ষেত্রে নেমে আসে চরম অবক্ষয় যার পরিণতি সত্যিই ভয়ংকর। দীর্ঘদিন পুলিশ বিভাগে চাকরি করায় নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। এই অল্প পরিসরে বিষদভাবে লেখা সম্ভব নয়। কিছু অভিজ্ঞতা থেকে কিছু সামান্য ঘটনা জানিয়ে শুধু মাত্র মানুষের মঙ্গল কামনায় নানা বিধিনিষেধ, মান অভিমান, অপমানকে উপেক্ষা করে আমার এই লেখা, চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও কিছু মানুষ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ক্লাব আছে যারা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজ, জাতি, দেশের কল্যাণে কাজ করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন তারাই আমার শক্তি। যারা ধর্মের নামে, রাজনৈতিক ছত্রছায়ার নামাবলি গায়ে দিয়ে নানা কৌশলে দিনের পরদিন মানুষের চরম সর্বনাশ করে চলেছেন তাদেরকে চিনিয়ে দিতেই আমার এই লেখা। ঘটনার বিষয়বস্তু সঠিক রেখে চরিত্রদের নাম ঠিকানা সামাজিক ও নিরাপত্তার করণে এবং আইনি বিধিনিষেধের জন্য পরিবর্তন করেছি, এই কাজ প্রতিহত করা একা পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়, চাই সমবেত প্রয়াস। আমার এই লেখা পড়ে বিশেষত নারী পাচার সহ নানা ঘৃণ্য অপরাধের ধরণ সম্বন্ধে সজাগ হয়ে নিজে ও অপরকে সতর্ক করার জন্য যদি ট্রেনে, বাসে হাটে বাজারে গণ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন তবেই হবে এই লেখা এবং আলিপুর বার্তা পত্রিকার সৎ ভাবনার সার্থকতা।

–অরিন্দম আচার্য্য (প্রাক্তন পুলিশ কর্তা)

শহরের ফুটপাত, গ্রামের বাজার হাট, মেলা থেকে মধু, পাথর, মুখে মাখা ক্রিম ইত্যাদি কেনা থেকে সাবধান

অভিযোগ : আমার দিদির কথা মতো আমি একটি দোকান থেকে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি কিনতে গিয়ে জানতে পারি এই দোকানদার সব ভেজাল দ্রব্য বিক্রি করে, কেনার পর সন্দেহ হওয়ায় দেখি ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি বানানটার দুএকটি অক্ষর পরিবর্তন করে এখানে বিক্রি হচ্ছে। অথচ কোনও সন্দেহ যাতে না হয় দাম একই রাখছে। ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি বানান লেখা আছে ফায়ার অ্যান্ড লাভলি। সহজ সরল মানুষগুলো এই দোকান থেকে নানা দ্রব্য কিনে দিনের পর দিন ঠকেও বুঝতে পারছে না। আমি এই বানানে লেখা স্লিপ চাইতে গেলে আমাকে হুমকি দেয় এবং টাকাও ফেরত দিচ্ছে না আপনি দয়া করে.... ইতি

পাঠকরা জানলে অবাক হবেন এই দরখাস্তের অনুসন্ধানে জানা যায় আজ শহর এবং গ্রামের বহু দোকানে হাট বাজারে মেলাতে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বহু ভেজাল জিনিস ক্রেতাদের বোকা বানিয়ে বিক্রি করছে নানা নামি কোম্পানির সাবান গোলাপজল, বোরোলীন, মুখে মাখার ক্রিম, দুলালের তাল মিছরি, মধু, ঠান্ডা পানীয় যেমন কোকাকোলা, পেপসি, রান্নার নানা মশলা কোম্পানির ট্রেড মার্ক এবং বানান পরিবর্তন করে বিক্রি করে চলেছে, যেমন বোরোলীন বানান BOROLINE এরা লিখছে BOROLENE, লাইফ বয় সাবানের বানান LIFE BUOY ওরা লিখছে LIFE BOY,

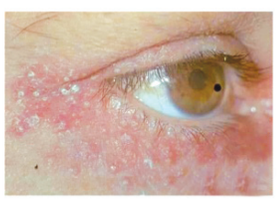

ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি বানান FIRE AND LOVELY, TAPE কিনবেন PANASONIC বাড়ি এসে দেখলেন PANASONIC বানান SO এর পরে A মানে PANASOANIC বিক্রি করছে এই ভাবে কুকমি, ডাটা সহ বহু কোম্পানির রান্নার মশলা, ডাবরের মধু, জবাকুসুম, মাথার তেল সহ বহু জিনিস এরা বিক্রি করছে। দোকান থেকে জিনিস কেনার সময় একটু সাবধান হওয়া ভাল এবং অতি অবশ্যই দ্রব্যের বিবরণ সহ RECEIPT নেবেন, কারণ ভেজাল প্রমাণে এই রসিদ ভীষণ দরকার এবং রসিদে বিক্রেতার পুরো নাম সই করাবেন।

একটু লক্ষ্য করলে দেখবেন শহরের বিভিন্ন জায়গায় আদিবাসীর মতো দেখতে কিছু ছেলেমেয়ে তালপাতার তৈরি নৌকার মতো দেখতে জিনিসে মধু বলে বিক্রি করে, ক্রেতাদের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়িয়ে বোকা বানানোর জন্য সেই মধুর উপর কিছু মৌমাছি মৌচাকের কিছু অংশ ফেলে রাখে, মানে দেখা মাত্র ক্রেতা ভাববে এই মাত্র গাছ থেকে মধু চাক ভেঙে নিয়ে এসেছে। অফিস ফেরার পথে যারা আসল মধু মনে করে আপনার ছোট্ট সন্তানের জন্য কিনছেন জেনে রাখুন ওগুলো মধু নয়, এক কথায় বিষ, ওগুলো কেনার আগে সত্যতা যাচাই করার কথা একটু ভাবলে ভাল হয়।

প্রশ্ন কেন ফাঁস হয়?

লাইফ লাইন

- নবান্ন ২২১৪৫৪৮৬
- ভবানীভবন ২৪৭৯৪০৪০
- লালবাজার ২২৫০৫০০০, helpline : 1091 1090

মোবাইল থেকে ০৩৩ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

- ভারতের যে কোনও প্রান্তে এই ধরনের কোনও ঘটনার জন্য Child helpline : 1098
- women help line Dist 24pgs(South) 2448 2448
- women help line Dist 24pgs(North) 9830220100

এমন কি মুখ্যমন্ত্রীকেও Fax No 22415555 and 22140528 জানাতে পারেন।

এখানে – ওখানে ঃ সীমানা ছাড়িয়ে

পিকনিক স্পট

সবুজে ছাওয়া বুড়ুল

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ ২নম্বর ব্লকের অন্তর্গত নোদাখালি থানার হুগলি নদী তীরবর্তী বুড়ুল এখন অত্যন্ত জনপ্রিয় পিকনিক স্পট হয়ে উঠেছে। গাছ–গাছালিতে ঘেরা সবুজের সমারোহে নির্জন গ্রামের শ্যামলিমা আপনাকে মুগ্ধ করবেই। নদী লাগোয়া চড়ায় বনভোজনের মজাই আলাদা। বুড়ুল ফেরিঘাট থেকে লঞ্চে করে হাওড়া জেলার গড়চুমুকেও যাওয়া যায়

অনায়াসে। বজবজ স্টেশনে নেমে ম্যাজিক গাড়ি করে সরাসরি বুড়ুল আসা যায়। এছাড়াও সড়ক পথে ঠাকুরপুকুর হয়ে বাখরাহাট রোড ধরে বুড়ুল বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছানো যায়।

সুন্দরবন ক্রুইজ

সুন্দরীগাছের বন থেকে নামকরণ সুন্দরবন হলেও মিষ্টি জলের অভাবে এখন সুন্দরীগাছ প্রায় চোখেই পড়ে না। মোট দ্বীপের সংখ্যা ১০২টি। এর মধ্যে ৫৪টায় মানুষের বাস। বাকি ৪৮টায় শুধুই বন্যপ্রাণ আর উদ্ভিদ।

ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের স্বীকৃতি পাওয়া ১৯৮৭ সালে। সুন্দরবনের জঙ্গল মানেই পাড়ের কাদায় ঠেসমূল আর শ্বাসমূল। মাঠে মাঝে গোলপাতার ঝাড় ও হেঁতালের ঠাসবুনট জঙ্গল। এই হেঁতালবনে লুকিয়ে থাকে সুন্দরবনের রাজা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। সুন্দরবনের পরতে পরতে অজস্র দ্রষ্টব্য। তবে গোটা সুন্দরবনকে ঘুরে দেখতে আর তার আঁকবাঁকের রহস্য বুঝতে যেতে হবে বারবার। সাধারণ পর্যটক আকর্ষণ সজনেখালি অভয়ারণ্যের ধারাঘেঁষে ম্যানগ্রোভ ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার, কচ্ছপ প্রজনন কেন্দ্র ঘুরতে যাওয়া। দেখে নেওয়া বনবিবি আর দক্ষিণ রায়ের মন্দির। সজনেখালিতে নদীর অপর পাড়ে পাখিরালয়। শীতে পরিযায়ী পাখিদের ভরা সংসার। গোসাবায় দেখবেন হ্যামিলটন সাহেবের বাংলো, কবিগুরুর স্মৃতিবিজরিত বেকন বাংলো, রাঙাবেলিয়ার আদর্শ গ্রাম ইত্যাদি। সুধন্যখালি যাবেন ওয়াচটাওয়ার থেকে বন্যপ্রাণ দেখতে। পড়ন্ত বিকেলে দেখা দিতে পারেন বড়ে মিয়া। আর একদিন চলুন বনবিবি ভারান, নেতিধোপানি, পিরখালি, গাজি খালি, চোরাগাজিখালি, দেউল ভারানি, সুন্দরখালি, দোবাঁকি হয়ে পঞ্চমুখানি। আর একটা দিন লাগবে কলস ক্যাম্প, কলস দ্বীপ, ভগবতপুর কুমির প্রকল্প, লোথিয়ান দ্বীপ দেখতে আর রয়েছে বনি ক্যাম্প, মরিচঝাঁপি, বাগনা ফরেস্ট, রায়মঙ্গল, বুড়ির ডাবরি ইত্যাদি।

ক্যানিং সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রবেশদ্বার। ক্যানিং গদখালি জেটি থেকে অনেকগুলি বেসরকারি সংস্থার লঞ্চ ছাড়ে সুন্দরবন ঘুরিয়ে দেখানোর উদ্দেশ্যে। শিয়ালদা দক্ষিণ শাখা থেকে প্রতিদিনই এক–দেড় ঘন্টা অন্তর রয়েছে ক্যানিং যাওয়ার ট্রেন। দূরত্ব ৪৭ কিলোমিটার। সময় লাগে প্রায় দেড় ঘন্টা। আর একটি জনপ্রিয় পথ কলকাতা থেকে বাসন্তী হাইওয়ে ধরে সোনাখালি। দূরত্ব প্রায় ১০০ কিলোমিটার। সোনাখালি থেকে জলযাত্রা শুরু। সোনাখালি থেকে গোসাবা বোটে প্রায় দেড় ঘন্টা লাগে। সুন্দরবনের আর একটি প্রবেশপথ হাসনাবাদ। ফেরিঘাট থেকে নৌকা পেরিয়ে চলে যান পার হাসনাবাদ। সেখান থেকে বাসে হিঙ্গলগঞ্জ হয়ে লেবুখালি। হিঙ্গলগঞ্জ, লেবুখালি ঘুরে দেখেও নিতে পারেন। লেবুখালি থেকে নদী পেরিয়ে দুলদুলি। সেখান থেকে ট্রেকারে যোগেশগঞ্জ। যোগেশগঞ্জ ঘুরে চলে যান ৫ কিলোমিটার দূরে হেমনগর। রাত্রিবাস এখানেই। পরদিন যোগেশগঞ্জ থেকে ভ্যানরিকশায় ১৫ কিলোমিটার দূরে সামশেরনগর। আর একদিন হেমনগর থেকে ভুটভুটি নিয়ে ঝিঙেখালি ওয়াচটাওয়ার আর বাগনা ফরেস্ট ক্যাম্প। হেমনগর থেকে সকাল ৮টার সার্ভিস লঞ্চে গোসাবা। এখান থেকে ভ্যানরিকশায় পাখিরালয় টাইগার মোড়।

এবার চলুন সুন্দরবন

প্রিয় পাঠক, আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী মাসে এক সপ্তাহে আমরা ভ্রমণের পাতা সীমানা ছাড়িয়ে শুরু করলাম। বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র সম্পর্কে আমরা যেমন আলোকপাত করব, তেমনি আপনার পারিবারিক ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও তুলে ধরব। আপনারাও ছবি সহ একটি ফুলস্কেপ কাগজে আপনার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা পাঠান কিংবা মেল করুন। আমাদের ঠিকানা— আলিপুর বার্তা, ৫৭/১এ চেতলা রোড, কলকাতা ২৭ অথবা মেল করুন, kunal.malik1970@gmail.com / alipurbarta1966@gmail.com

পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনের সুন্দরবনের ট্যুর

পর্যটনের বিলাসবহুল গাড়িতে ভোর সাড়ে ৫টায় কলকাতা থেকে ট্যুর শুরু হয়। সকাল ৯টায় গাড়ি গদখালি পৌঁছায়। সেখান থেকে হাঁটাপথে গদখালি জেটি। এখান থেকেই স্টিমারে শুরু হবে সুন্দরবন সফর। ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে স্টিমার পৌঁছাবে সজনেখালি ওয়াচটাওয়ারে। এরপর স্টিমার 'ইন্ডিয়ান আমাজন'–এর সরু খাঁড়িপথ ধরে এগিয়ে যাবে সুন্দরবন টাইগার প্রোজেক্ট এরিয়ার পাশ দিয়ে সরকখালির দিকে। পর্যটনের নেচারালিস্ট এবং গাইডের সাহায্যে ঘুরে দেখুন ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। এখান থেকে চলে আসুন সুধন্যখালি ওয়াচটাওয়ার। এখানে হাজারে প্রজাতির পাখির সংসার। ভাগ্য ভালো থাকলে রয়্যাল বেঙ্গলের পাশাপাশি দেখা মিলতে পারে কুমির, স্পটেড ডিয়ার, ওয়াইল্ড বোর, জংলি বিড়াল, ওয়াটার মনিটর সহ অন্যান্য বনচরের। পরের গন্তব্য দোবাঁকি ওয়াচটাওয়ার। এখানে ক্যানোপি ওয়াকের সাহায্যে বনচর দেখার সুযোগ রয়েছে। দোবাঁকিতেই সুন্দরবন সফর শেষ। এবার ফেরার পালা। দোবাঁকি থেকে বিকেল ৫টা নাগাদ গদখালি জেটিতে লঞ্চ ফিরে আসে। সেখানে থেকে পর্যটনের গাড়িতে রাত ৯টা নাগাদ কলকাতায় ফিরে আসে। রাজ্য পর্যটনের এই ট্যুরের খরচ ১১,০০০ টাকা (৪ জন)। যোগাযোগ : ৯৯০৩২ ৯৫৯২০।

কোথায় থাকবেন সুন্দরবন

পর্যটনদফতরেরসজনেখালিট্যুরিস্টলজ:ফোন:(০৩২১৮)২১৪৯৬০, ৯৭৩২৫–০৯৯২৫), এসি স্ট্যান্ডার্ড দ্বিশয্যা ৩,৫০০ টাকা, এসি স্যুইট ৫,০০০ টাকা।

বেসরকারি হোটেল : আপনজন ইয়ুথ হোস্টেল। (ফোন : ৯৭৩৪৩–৭৭১৮৮), চার শয্যা নন–এসি ঘর ৬০০–৮০০ টাকা; এসি রুম ২,০০০ টাকা। জেমসপুর সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ রিট্রিট (ফোন ৯০৫১২–১২২২৫), দ্বিশয্যা ১,৫০০–৩,৫০০ টাকা। দুলকিতে সুন্দরবন গেটওয়ে রিসট (ফোন : ৮৬৯৭৭–৪৭৬৩৫), দ্বিশয্যা ১,০০০–২০০০ টাকা।

ঝড়খালিতে রয়্যাল সুন্দরবন ওয়াইল্ড রিসর্ট: (ফোন : ৯৮৩১৪–২৮৯২৪), থাকা–খাওয়া সহ দিন ও মাথাপিছু খরচ ৪,৫০০–৫,৩০০ টাকা।

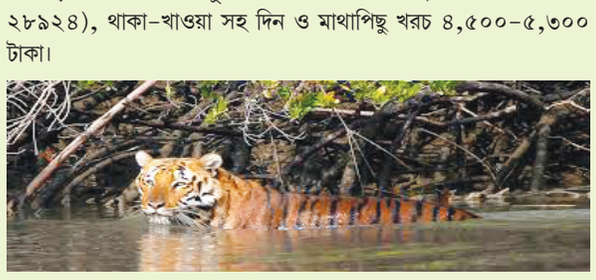

বাসন্তীর জয়গোপালপুরে সুন্দরবন লোকশিক্ষা ভবন: (ফোন : ৯৭৩২৫–২২৮৪৮), দ্বিশয্যা ৮০০–১,৮০০ টাকা। বেসরকারি প্যাকেজ ট্যুরের জন্য যোগাযোগ : সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ রিট্রিট (ফোন : ৯০৫১২–১২২২৫, মার্কারি (ফোন : ৮৯০২৪–৯৫৯১৭। ফ্রেন্ডস ট্র্যাভেলস ফোন : ৯৮৩০২–৭৬২৫৯, সুন্দরবন ডট কম ৯৮৩১৪–৬১১৯৩)।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ ট্রাভেল ছুটি

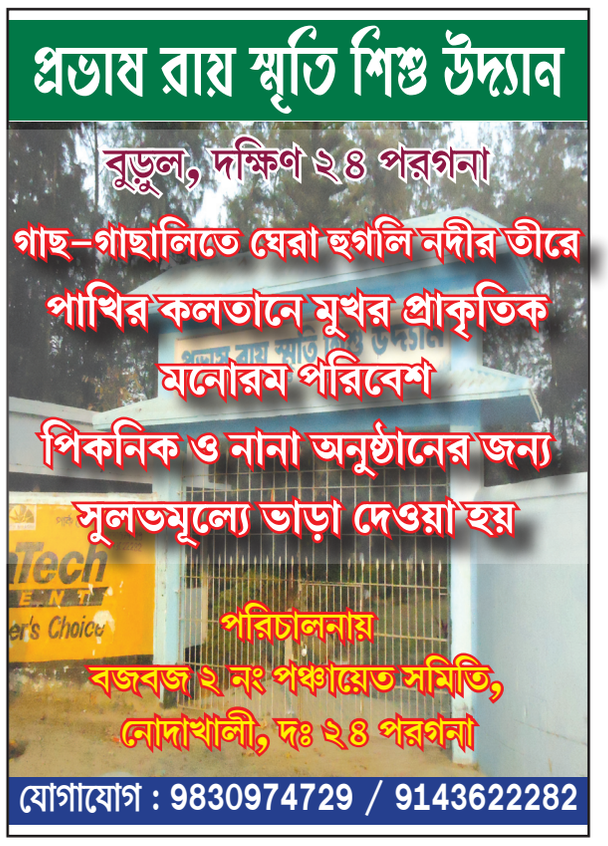

বাইনানের গাজন

দক্ষিণ–পূর্ব রেলের ট্রেনে হাওড়া থেকে বাগনান ঘন্টা খানেক পথ। সেখান থেকে অটোয় ৭ কিলোমিটার দূরে বাইনান এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম। চৈত্র সংক্রান্তির দিন এখানে বসে গাজনের মেলা। গাজনের উৎপত্তি ''গর্জন'' থেকে। সন্ন্যাসীদের উচ্চৈঃস্বরে মহাদেবের জয়ধ্বনি গর্জনের মতো শুনতে লাগে। আবার অনেকের মতো 'গ'' মানে গ্রাম আর 'জন' মানে জনসাধারণ। অর্থাৎ যে উৎসব জনসাধারণের তাই হল গাজন। দিনের বেলা দেখা যায় জিবে বান, সুতো বান, কাঁটা বান ইত্যাদি রোমহর্ষক দৃশ্য। আর সন্ধে বেলা হয় ঝাঁপ। গাজন দেখতে গ্রাম গ্রামান্তর থেকে ভিড় জমান ছোট থেকে বড় অসংখ্য গ্রামবাসী।

বাংলার মেলা

জল্পেশ্বর মেলা

শিবরাত্রির দিন উত্তরবঙ্গে জল্পেশের যে শিবের মেলা বসে তা এক কথায় ধর্মপ্রাণ মানুষকে একত্রিত করার উৎসব। শিয়ালদহ বা হাওড়া থেকে ট্রেনে নিউমাল জংশন। সেখান থেকে বাসে বা প্রাইভেট গাড়িতে মেলাপ্রাঙ্গণ। পুজো দেওয়ার পর মুড়ি, মুড়কি ও দই খাওয়াই এখানকার রেওয়াজ। মানতের ছাগল পুজো দেওয়ার পর ছেড়ে দেওয়াই এখানকার বৈশিষ্ট্য। এই উপলক্ষে এখানে বিশাল মেলা বসে। এককালে পশুপাখি বিক্রির পাশাপাশি ঘোড়দৌড়ও হতো। মেলা চলে ১০ দিন। রাস্তার দুদিকে ভক্তদের জন্য তৈরি হয় খিচুড়ি বা অন্ন ভোগ অন্ন পরিবেশন হয় কলার পেটোতে। সাধারণতঃ যে পাত্রে পিতৃপুরুষের পিন্ড দান করা হয়।

১ থেকে ৫০ জনের
সুন্দরবনের ভ্রমণের ব্যবস্থা
পৃথা ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস্
ক্যানিং রেলওয়ে নিউমার্কেট
দক্ষিণ ২৪ পরগণা
8768493400, 9232112629

মাঙ্গলিকী

সিকিমে ভারত সরকারের কল্যাণমূলক পরিকল্পনার প্রচার ম্যাজিকের মাধ্যমে

নিজস্ব প্রতিনিধি : জানুয়ারি পার করে ১১ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দক্ষিণ সিকিমে চলল ভারত সরকারের অধীনস্থ সং অ্যান্ড ড্রামা ডিভিশনের তরফে জনজাতিদের মধ্যে বিবিধ কল্যাণমূলক পরিকল্পনার প্রচারের কাজ। এই সব পরিকল্পনার মধ্যে আছে 'সুগম্য ভারত', 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান', 'ক্লিন ইন্ডিয়া ক্যাম্পেন', 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া', 'সাংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনা', 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও অভিযান', 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ', 'অটল পেনসন যোজনা', 'প্রধান মন্ত্রী জনধন যোজনা', 'প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা' ও আরও অনেক পরিকল্পনা। এই সব পরিকল্পনার কল্যাণমুখী দিকটির কথা জনজাতিদের সামনে তুলে ধরলেন জাদুকর অশোক বিশ্বাস অ্যান্ড ট্রুপ তাঁদের জাদু প্রদর্শনীর মাধ্যমে। জাদুর বিস্ময়ের মধ্যেই বিবিধ পরিকল্পনার কল্যাণমুখী দিকগুলির কথাই জাদুকরের ট্রুপ প্রকাশ করলেন যাতে এইসব পিছিয়ে পড়া মানুষ ভারত সরকারের বিবিধ পরিকল্পনার সাহায্য নিয়ে নিজেদের জীবন যাপন উন্নত করতে পারে। বিদ্যালয়, হেলথ অফিস, র‍্যাশন সপ, হসপিটাল, পঞ্চায়েত ভবনের সামনে এই সব জাদুপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ সিকিমের নামথাং ব্লকের ব্লক ডেভলপমেন্ট অফিসারের তত্ত্বাবধানে চলে এই সব জনজাতিদের জন্য পরিকল্পনাগুলি প্রচারের কাজ। ভারত সরকারের সং অ্যান্ড ড্রামা ডিভিশনের ডেপুটি ডিরেক্টর শ্রীমতী বি পাল চৌধুরী রয়েছেন সার্বিক পরিকল্পনার দায়িত্বে।

আলিপুর তরুণদল পাবলিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে ৫ ফেব্রুয়ারি আলিপুর এভিনিউ এবং রাজা সন্তোষ রোডের সংযোগস্থলে ১৮তম শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে প্রায় শতাধিক শিশু অংশগ্রহণ করে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এবং ৭৪ নম্বর ওয়ার্ডের পুরমাতা দেবলীনা বিশ্বাস। উল্লেখ্য, এই সংস্থা সারা বছর ধরেই বিভিন্ন জনহিতকর কাজ করে থাকে।

অন্যদিনের নবম বর্ষ

সম্প্রতি প্রেস ক্লাবে পাক্ষিক সংবাদপত্র অন্যদিনের নবম বর্ষের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন ক্ষেত্রের দিকপালদের সম্বর্ধনার মাধ্যমে তাঁদের সম্মানিত করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সাহিত্যিক সুনীল দাস, বিশিষ্ট সাংবাদিক দূরদর্শনের সংবাদবিভাগের প্রধান স্নেহাশিস সুর সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। এদিন অন্যদিন পত্রিকার আদি গঙ্গার ওপর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

স্বামীজি জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রাক্তন রাজ্যপাল ও বিচারপতি শ্যামল সেন ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ভূপেন্দ্রনাথ শীল, গৌরীপদ সরকার, রমা ঘোষ, রঘুনাথ বসু প্রমুখ ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে স্বামী বিবেকানন্দ স্মরণানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিটে।

বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে সিমলা ব্যায়াম সমিতি ও কালিসিংহী পার্কে অনুষ্ঠিত হল স্বামীজির জন্ম উৎসব। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরী নাথ ত্রিপাঠি। পৌরোহিত্য করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

অন্য এক অনুষ্ঠানে রাজা দিগম্বর মিত্রের বাসভবনে ঝামাপুকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সংঘের উদ্যোগে পালিত হয় স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উৎসব। উপস্থিত থেকে ভাষণ দেন সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও সন্ধ্যারতি, পূজা হোম ছিল বিশেষ আকর্ষণ।

রবীন্দ্রভারতীর বার্ষিক প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিমবঙ্গ নৃত্য, নাটক ও দৃশ্যকলা আকাদেমি আয়োজিত সাত দিনব্যাপী বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ কালচারাল রিলেশানসের বেঙ্গল আর্ট গ্যালারি অবনীন্দ্রনাথ টেগর গ্যালারি এবং স্কাল্পচার কোর্টে। গত ২৭ জানুয়ারি প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অধ্যাপক লেখক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি। উপস্থিত ছিলেন আইসিসিআর–এর রিজিওনাল ডাইরেক্টর গৌতম দে এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সব্যসাচী বসু রায়চৌধুরি। ২০৫টি পারস্পরিক এবং সমকালীন শিল্পের ছবি নিয়ে প্রদর্শনী চলে ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সফল শিল্পীদের পুরস্কার ও সার্টিফিকেট অফ মেরিট দিয়ে সম্মানিত করা হয়। লোকশিল্পের মধ্যে ছিল পটচিত্র, ডোকরা, টেরাকোটা, কাঠের কাজ, মাদুর প্রভৃতি। সমসালীন শিল্প বিভাগে প্রদর্শীত হয় লেখচিত্র, পেইন্টিং, গ্রাফিক্স, স্কাল্পচার এবং ক্যামেরা চিত্র। রবীন্দ্রভারতীর এই বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনীতে দর্শক সমাগম ছিল শিল্পীদের উৎসাহ দেওয়ার মতো।

সাধারণতন্ত্র দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ জানুয়ারি ২০১৭ রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার উদ্যোগে উদযাপিত হল ৬৮তম সাধারণতন্ত্র দিবস। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ''জয় ভারতী বন্দে ভারতী...'' গানের নৃত্যের সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরু হয়। গীতি আলোখ্য ''ভারতবর্ষ'' পরিবেশন করে সংস্কার ভারতী গোবরডাঙা শাখার শিল্পীরা। তারা হলেন সুপ্রীতি সুতার, শর্মিষ্ঠা সাধুখাঁ, অদিতি সাধুখাঁ, জয়শ্রী পাল, নন্দিনী সাহা, গ্রন্থনা শাশ্বতী নাথ পরিচালনা স্বপন দাস এবং তবলা সঙ্গতে সরজিৎ সাহাখাঁ।

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার নৃত্য বিভাগের ছাত্র–ছাত্রী সুদীপা সর্দার, মৌসুমী পাল, পাখি হাওলাদার, স্মৃতি চক্রবর্তী, তন্ময় মন্ডল 'বন্দেমাতরম্...' 'দেশ রঙ্গীলা...', ইত্যাদি সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করে নৃত্য পরিচালনা করেন ঋতুপর্ণা মুখোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। তাপসকুমার অধিকারী, পলাশ মন্ডল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। পলাশ মন্ডল প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তাপস অধিকারী বর্তমান সময়ে গণতন্ত্র বিপন্নতার কথা বলেন। বাসুদেব মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র নাট্যসংস্থার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তিনি তথ্য দিয়ে প্রজাতন্ত্র দিবস সম্পর্কে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের শেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংগঠনের কর্ণধার বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য।

ব্যঙ্গমার অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২ জানুয়ারি ২০১৭ রবিবার সন্ধ্যায় বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি হলে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল অঙ্গ ভাঙা বঙ্গ দেশের একমাত্র হাস্যরসের প্রতিষ্ঠান ব্যঙ্গমা–র ৩৬ বছর পূর্তি উৎসব। দেড় শতাধিক হাস্যরস

প্রিয় মানুষের সানন্দ উপস্থিতিতে সভারম্ভে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক দিগম্বর দাশগুপ্ত যিনি একাধারে ব্যঙ্গ কবি, ব্যঙ্গ চিত্রী, বহুভাষী, বিশ্ব পর্যটক ও জাদু রসিক তাঁর সম্পাদকীয় বক্তব্যে তুলে ধরেন ব্যঙ্গমা–র দীর্ঘ ইতিহাস, লক্ষ্য ও আগামী দিনের পরিকল্পনা। সূচনায় ব্যঙ্গমা— ব্যঙ্গ রত্ন, ব্যঙ্গ ভূষণ, ও ব্যঙ্গশ্রী সম্মানে সম্মানিত করেন যথাক্রমে ছড়াকার ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, জাদুকর মুক্তি নাথ মুখার্জী ও বর্ষীয়ান সংগীত শিল্পী তৃপ্তি ঘোষকে। অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয় ব্যঙ্গমা বার্ষিক সংকলন ও তিনটি কৌতুক রসাশ্রিত গ্রন্থের। এরপর সদস্যরা অংশ নেন হাসির কবিতা ছড়া গান আবৃত্তি ও রম্যরচনা পাঠে ও মজার ম্যাজিক প্রদর্শনে। শেষে পরিবেশিত হয় তাসের দেশ নৃত্য নাট্যের অংশ বিশেষ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে পরিচালনা করেন সঞ্জয় ঘোষ। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন মার্বেল প্যালাসের সর্বময় কর্তা সাহিত্য ও সংগীত ও সংস্কৃতি প্রেমী সুবাচিক শিল্পী হীরেন্দ্র মল্লিক।

মিরহাটির স্কুলে সুবর্ণজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগনার মিরহাটির জাফরাবাদ স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে পথচলা শুরু হয়েছিল ১৯৬৭ সালে। এবার পঞ্চাশ বছরে পড়ল। সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে ছ–দিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে প্রভাতফেরির মাধ্যমে। স্কুলের ছাত্র–ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকা ও অশিক্ষক কর্মীরা প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করেন। পদযাত্রার সঙ্গে ছিল স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষ বসু, মাদার টেরিজার ট্যাবলো। স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তীতে যোগ দিয়েছিলেন প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা। ছ'দিনের অনুষ্ঠানে ছিল বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষামূলক চলচিত্র।

সরস্বতী সম্মান

রিম্পি ঘোষ: বন্ধু মিলন কমিটির উদ্যোগে শ্রী শ্রী সরস্বতী পুজা উপলক্ষ্যে তিনদিনব্যাপী এক সাংস্কৃতিক ও বিচিত্রানুষ্ঠান তৎসহ পুজাকেন্দ্রিক প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দূরদর্শনের বার্তা সম্পাদক পার্থ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট অভিনেতা অসীম কর্মকার ও সমাজসেবিকা শম্পা সামন্ত। হুগলি জেলার প্রায় শ'খানেক সরস্বতী পুজো মন্ডপ পরিদর্শন করে কমিটির পক্ষ থেকে তারকেশ্বরের 'চাদুর নেতাজী ক্লাব', 'সামন্তপাড়া সার্বজনীন সরস্বতী পুজো', 'বিষ্ণুবাটী (দক্ষিণপাড়া) গয়েশপুর প্রাচীন প্রাথমিক বিদ্যালয়' সহ প্রায় ৮টি পুজো মন্ডপকে পুরস্কৃত

করা হয়। গত প্রায় পাঁচ বছর ধরে কমিটির পক্ষ থেকে এই সরস্বতী পুজো প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি এলাকার প্রায় ১০০ জন দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র–ছাত্রীদের বই, খাতা ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। কমিটির সভাপতি বাবলু সামন্ত জানান, ''বন্ধু মিলন কমিটি সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে পারে। প্রতি বছরের মত এই বছরও কমিটি হুগলি জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে পুজো মন্ডপ পরিদর্শন করে প্রতিমা নির্বাচন করে পুজো কমিটিগুলিকে আর্থিক সাহায্য ও ট্রফি প্রদান করে।''

দমদমে সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় নাগের বাজার সাতগাছির যুগীপাড়া রোডে (দমদম) ''বঙ্গীয় পাঠক পরিষদের'' উদ্যোগে, বিশিষ্ট বর্ষীয়ান শিক্ষক এবং সঙ্গীত প্রেমী রামমোহন ভট্টাচার্যের পৌরহিত্যে, সম্পাদক মলয় ভট্টাচার্য্যের সুষ্ঠু পরিচালনায় ও বিনয় দেবের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে ''গ্রন্থসাথী'' পুস্তকটি আনুষ্ঠানিকভাবে সাড়ম্বরে প্রকাশিত হল। সভায় গিটার বাজিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন যশস্বী শিল্পী রামমোহন ভট্টাচার্য। সারগর্ভ ভাষণ দেন ডঃ কানাই সেন, ডঃ অমিতাভ চক্রবর্তী, মলয় ভট্টাচার্য, কাজল রায়, প্রদীপ দাশগুপ্ত, অমিয় চৌধুরী প্রমুখ। ছড়া ও কবিতা পাঠ করেন বিনয় দেব। বীথিকা সাহা, প্রদীপ আইন, শ্রীকুমার রায় প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্যামল চক্রবর্তী। মল্লিকা গুপ্ত ভায়া প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্যামল চক্রবর্তী। মল্লিকা গুপ্ত ভায়া প্রমুখ। গিটার বাজিয়ে শোনান সুভাষ চক্রবর্তী।

কালীনগর বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জুবিলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩১ জানুয়ারি দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানার অন্তর্গত কালীনগর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জুবিলি বর্ষ উদযাপন হল। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, পঞ্চায়েত সভাপতি স্বপন রায় প্রমুখ। দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে ছিল কৃতীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা বিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদের অনুষ্ঠান আমন্ত্রণমূলক নৃত্য ও বর্তমান ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা নৃত্যনাট্য তুষার মালা ও সাতটি বামন ভাই।' সরস্বতী পূজাও যথাযোগ্য মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হয়।

সৃজনী ভারতের কবি সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণবঙ্গের সর্ববৃহৎ সাহিত্য বাসর ও কবি সম্মেলন হয়ে গেল ২৯ জানুয়ারি সৃজনী ভারতের আহ্বানে। কবি সাহিত্যিকদের সমাবেশ ছিল চোখে পড়ার মতো বহু জেলা থেকেই কবি সাহিত্যিকরা যোগদান করেন সৃজনী ভারতের সাহিত্যবাসরে। উপস্থিত ছিলেন ৮০ হাজার ছড়ার জনক ভবানীপ্রসাদ মজুমদার। এদিন বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকদের সম্মাননা জানানো হয়। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন নীরঞ্জন ঘোষ গল্পে রাজা আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। জীবনশিল্পী আখ্যায় সম্মানিত হয়েছেন ইরা ভঞ্জ। সুধাংশু বিশ্বাস মহাশয়কে দেওয়া হয় সেবা ধর্মব্রতী আখ্যা। সৈয়দ জিয়াউল হকে ছাত্রবন্ধু আখ্যানে আখ্যায়িত করা হয়। সৃজনী ভারত আয়োজিত এইদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ড. মণিদীপ চন্দ্র (অধ্যক্ষ শহিদ অনুরূপচন্দ্র মহাবিদ্যালয়), বিশিষ্ট সাংবাদিক উৎপল সরকার দক্ষিণ ২৪ পরগনা পত্রপত্রিকা সম্পাদক অমৃতলাল পাড়ুই, বাখরাহাট পাবলিক লাইব্রেরি গ্রন্থাগারিক অংশুমান রায় ও অন্যান্যরা। সকালে জাতীয় পতাকা এবং সৃজনী

ভারতের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠান। ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের হাত দিয়ে প্রকাশিত হয় সৃজনী ভারতের দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক ইতিহাসবিদ গণেশ ঘোষ, তড়িৎ দত্ত। অভিজিৎ বেরার এই প্রয়াস সত্যিই অনবদ্য।

শেষ হল গোবরডাঙা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৭ জানুয়ারি বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শেষ হল গোবরডাঙা উৎসব। প্রায় দশ হাজার মানুষের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় ছিল রণপা, ছৌনাচ, ভারতমাতা ইত্যাদির ব্যবস্থা। আনন্দ সম্মিলন ময়দান থেকে যাত্রা শুরু হয় এবং গোবরডাঙা প্রসন্নময়ী কালীবাড়ির সামনে তিন রাস্তার মোড়ে নেতাজি মূর্তির পাদদেশে শেষ হয়। পাঁচদিন ব্যাপী উক্ত উৎসব উপলক্ষে গত ২৩ জানুয়ারি উদ্বোধন করেন সাংসদ মমতা বালা ঠাকুর। এছাড়া অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন গাইঘাটা কেন্দ্রের বিধায়ক পুলিনবিহারী রায়, গোবরডাঙা পুরসভার পুরপ্রধান সুভাষ দত্ত, গোবরডাঙা পুর উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলর শংকর দত্ত সহ বিভিন্ন কাউন্সিলরবৃন্দ। উৎসবে বিভিন্ন দিনে শিল্পী অন্বেষা দত্তগুপ্ত, কল্যাণ সেন বরাট, ঋষি চক্রবর্তী, বাউল শিল্পী পায়েল চক্রবর্তী, ভুবন প্রামাণিক প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ছিল পুরুলিয়ার ছৌনাচ, বীরভূমের রায়বেঁশে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি শংকর দত্ত, মলয় বিশ্বাস, মোহন চন্দ প্রমুখের সুন্দর সঞ্চালনায় বিশেষ মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে।

বছরের প্রথম দিনে পোয়েটস ওয়ার্ল্ডের আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : কবি লিখেছিলেন 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে', পোয়েটস ওয়ার্ল্ড উদযাপন করলেন আন্তর্জাতিক নববর্ষ ২০১৭–র প্রথম বিকাল অতি সমৃদ্ধ সাহিত্য সংস্কৃতির অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। আসর বসেছিল যথারীতি পি–৭৮ লেক রোড, সুরম্য সভাঘরে। গুণী জনের আসরে উপস্থিতির সংখ্যা ছাড়িয়ে গেল ৩৫।

আসর সঞ্চালনায় ছিলেন সংগঠনেরই প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বরিষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি ডঃ সুমন্ত মুখোপাধ্যায় (পোয়েটস ওয়ার্লর্ডের আসরে নিয়মিত ভাবে বহু ডক্টরেটের আনাগোনা চলে!)

ডঃ সুমন্ত মুখোপাধ্যায় সকলকে আন্তর্জাতিক নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, সংগঠনকে নতুন বছরে আরও সক্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে ছোট ছোট কমিটি গড়া হবে। এই প্রসঙ্গে পরে নতুন সম্পাদক আলো পাল বিভিন্ন কমিটির সদস্য সদস্যাদের নাম ঘোষণা করলেন। এই সব কমিটির পরিকল্পিত কার্য্যাবলীর কথাও বিস্তৃত ভাবে বলেন। এক কথায় বলা যায় আগামী দিনে পোয়েটস ওয়ার্লর্ডের নাম সুনিশ্চিতভাবে আরও শোনা যাবে নিজেদের গন্ডী ছাড়িয়ে বাংলার সুস্থ সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার বৃহৎ জগতে...

সংগঠনের উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্র সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা সহ আরও বললেন, আমাদের সাহিত্য–সংস্কৃতি চর্চা যেন সমাজে ছাপ রাখতে পারে, তবেই আমাদের 'পূজা' সম্পূর্ণ হবে। পরে শ্রী ঋষিণ মিত্র শোনালেন স্বরচিত, স্বসুরারোপিত কিছু 'মানবিকতা মুখী' গান; এই গানগুলির মধ্যে ছিল সেই গানটি, 'এমন দিন আসবে রে ভাই', যে গানটি কানাডায় কিছু মানুষ নিয়ে গিয়েছেন, ইংরাজিতে অনুদিতও হয়েছে। শ্রী মিত্র আরও শোনালেন তাঁর সেই অনবদ্য শাশ্বত মানবিকতাকে স্পর্শ করে হৃদয়স্পর্শী ব্যাঙ্গাত্মক গান 'বড় লজ্জা করে'... এদিন বিবিধ পাঠের ক্ষেত্রে ভাল লাগল মিনতি মিত্রর নিবেদন কবিতা 'স্পন্দন'— গভীর মননশীল রচনা/মিনতি গুপ্তর সীতা চরিত্র, তাঁর জীবনের ব্যথা বেদনা সমৃদ্ধ 'অনায়াস' ভাষণ সকলের মন কাড়ল। দারুণ উপভোগ্য হল ডঃ চন্দ্রা মজুমদারের রম্য রচনা 'যঃ পলায়তি'। এদিন আসরে উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয়া কৃষ্ণা সেন (পি–৭৮, লেক রোডের কর্ত্রী)। তিনি শোনালেন একটি ভাব সমৃদ্ধ কবিতা। সভাপতি ডঃ সুমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রথমে শোনালেন বিমর্ষ সম্পৃক্ত কবিতা, 'এসো মনের প্রাসাদে', পরে শোনালেন অনবদ্য রম্য রস সমৃদ্ধ কবিতা, 'অপেক্ষা'। তারপর শোনালেন গান, 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলাম না' রবীন্দ্রসঙ্গীত। বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তি, অপরদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ সুমন্ত মুখোপাধ্যায় হলেন সেই ব্যক্তি যাঁর সম্বন্ধে বলা যায়, 'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী'...

সম্পাদক আলো পাল পাঠ করলেন একটি সাহিত্য সমৃদ্ধ নিবন্ধ যাতে ফুটে উঠেছে কলকাতার দূষিত পরিবেশের কথা ('শোন বন্ধু শোনো/প্রাণহীন এই শহরের ইতিকথা')। আরও শোনালেন ভাল কবিতা, 'দিনটা কাটুক ভালো'। শ্রদ্ধেয় সভাপতিকে উপহার দিলেন 'অনুভব' সাহিত্য পত্রিকা। এই প্রসঙ্গেই বলা যায়, আসরে উপস্থিত বরিষ্ঠ সাংবাদিক–জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রদ্ধেয় সভাপতির হাতে তুলে দিলেন জাদু সম্রাট পি সি সরকার সিনিয়রের পোস্টাল স্ট্যাম্প (ল্যামিনেটেড) যা ভারত সরকার ২০১০–এ প্রকাশ করেন। জাদু সম্রাটের নাম যখন উচ্চারিত হল তখন বলতে হয় এদিন আসরে ক্লাস সেভেনের ছাত্র খুদে জাদুকর স্পন্দনের জাদু সকেলই উপভোগ করেন।

এদিন আসরে তাঁর প্রয়াত স্বামী অরুণ দে কে নিয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ হৃদয়স্পর্শী ভাষণ দিলেন ছবি দে (আবারও বলি, 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলাম না'..)। তবে বিশ্বকবির সেই শাশ্বত গান, 'তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি' কে মর্যাদা দিয়ে, আজই তাঁর স্বামীর প্রয়ান দিবস উপলক্ষে হাসিমুখে সকলকে 'মিষ্টি মুখ' করালেন শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী ছবি দে। শ্রীমতী দে কি 'আসা যাওয়ার পথের ধারে' সমৃদ্ধ কোনও বার্তা দিলেন সকলকে?

এদিন আরও আসর জমালেন বিশ্বনাথ পাল কিছু অসাধারণ সূক্ষ্ম রস সমৃদ্ধ কৌতুকী শুনিয়ে (পলিউশান/টেনশান, ভাগ্যবান নিয়ে/যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে জ্যোতি বসু, লালু প্রসাদের কথোপকথন সহ আরও কিছু কৌতুকী)। এছাড়া পোয়েটস ওয়ার্লর্ডের সকলকে সম্বোধন করে অতি আন্তরিক ভাষণও দিলেন বিশ্বনাথ পাল, এই সংগঠনের কাজে এক 'নিয়োজিত প্রাণ'— মনে ও মুখে তিনি একই মানুষ, কোনও 'মুখোশ' নেই... এদিন আসরে আরও ভাল কবিতা শুনিয়েছেন সঞ্চিতা মিত্র ('সংসারের কথা')। কবিতা শুনিয়েছেন বরিষ্ঠা কবি মিনতি গুপ্ত, তপন সাহা প্রমুখ।

সব শেষে বলতে হয় তরুণ সঙ্গীত প্রতিভা দীপ মন্ডলের কথা। নিধুবাবুর টপ্পা, রাগমিশ্রিত গান, 'রামকৃষ্ণ নাম' আসরকে যেন হীরক দ্যুতিতে উজ্জ্বল করল— পোয়েটস ওয়ালর্ডের কর্ণধার ডঃ সুমন্ত মুখোপাধ্যায়কে সশ্রদ্ধ অভিবাদন— পোয়েটস ওয়ালর্ডের আসরে অনেক তরুণ প্রতিভাকে উপস্থিত করার জন্য। প্রবীণের সাথে নবীনের যে আসরে যোগ ঘটে, সেই আসরের কথা দিনে দিনে আরও আরও আলোর মতনই ছড়িয়ে যাবে— এটা সুনিশ্চিত।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

ডার্বির আগে প্রশ্ন ময়দানে

ডাফি বনাম প্লাজা না নর্ডি ভার্সাস ওয়েডসন?

অরিঞ্জয় মিত্র

ফের একটা ডার্বি। আর তাকে ঘিরে রীতিমতো আলোড়ন উঠেছে কলকাতার ফুটবল মহলে। আই লিগের এই মহা ডার্বিতে আগামীকাল, রবিবার মুখোমুখি হতে চলেছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। ডার্বি এর আগে অসংখ্য হয়েছে। উত্তেজনার পারদও চড়েছে যথারীতি। কিন্তু এবার অন্যতম ফেভারিট বেঙ্গালুরুকে পিছনে ঠেলে যেভাবে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান এগোচ্ছে তাতে এই ডার্বি জমে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল। কোনওদিন ডার্বিতে কাউকে ফেবারিট বলা যায় না। তবে পারফরমেন্সের নিরিখে কাউকে এগিয়ে রাখা যায়। এবার যদিও সেই সুযোগটাও নেই। কারণ এখনও পর্যন্ত যেভাবে এগোচ্ছে ডার্বি তাতে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দুদলই তুখড় ফর্মে রয়েছে। যদিও গোলসংখ্যার বিচারে ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে আছে বাগানের থেকে। তবে মোহনবাগানও খেলছে দুর্ধর্ষ ছন্দে। বিশেষ করে সঞ্জয় সেনের প্রশিক্ষণাধীন এই বাগানে নামি-দামি সব ফুল ইতিমধ্যেই তাদের সৌরভে মোহিত করে তুলেছে তামাম সমর্থকদের। আর বিদেশি থেকে ভারতীয় ফুটবলার---ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের দিকে তাকালে যে কোনও ফুটবল ভক্তের ঈর্ষা জাগতে বাধ্য। তাই এবারের ডার্বির আগে এমন পরিস্থিতি যে এ বলে আমায় দেখ, তো ও বলে আমায়।

প্রথমে আসা যাক মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারদের চুলচেরা বিশ্লেষণে। বিদেশিদের মধ্যে দুদলে যাঁরা খেলছেন তাদের মধ্যে মোহনবাগানের স্কটিশ স্ট্রাইকার ড্যারেল ডাফি যেমন গোলের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন। ৬টি গোল করে তিনি এখন আই লিগের শীর্ষ গোলদাতাও বটে। তবে বাগানের ডাফির গোল স্কোরিং এবিলিটিকে সমানে সমানে টক্কর দেওয়ার জন্য লাল-হলুদের প্লাজাও পুরোপুরি প্রস্তুত। তাই এবারের ডার্বিকে প্লাজা বনাম ডাফি হিসেবেও দেখা যেতে পারে। ইস্টবেঙ্গলের অপর বিদেশি ওয়েডসন যেমন সনি নর্ডিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তে একপায়ে খাড়া। বাগান অধিনায়ক কাতসুমির গেমমেকিং স্কিমের মোকাবিলা করতে ইস্টবেঙ্গলের তাস হতে পারে বুকেনিয়া। যদিও গত কয়েকটি ম্যাচ এই বিদেশি ফুটবলার সেভাবে ভরসা জোগাতে পারেন নি। তাও কাতসুমির পালটা হিসেবে তাকে ভাবা যেতেই পারে।

এতো গেল বিদেশিদের ব্যাপার। এরপর দুদলের ভারতীয় ফুটবলার ও স্থানীয়দের দিকে ফোকাস করা যাক। মোহন ব্রিগেডের সেরা ভারতীয় তারকা এখন নিঃসন্দেহে জেজে। বস্তুত ভারতীয় ফুটবলের এখন অন্যতম সেরা মুখ তিনি। ডাফি, কাতসুমি, নর্ডিদের পাশে জেজে যেন আরও মারাত্মক হয়ে উঠেছেন। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে আবার জেজের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারেন রবীন সিং। তাৎপর্যের বিষয় ট্রেভর জেমস মর্গ্যান লাল-হলুদের কোচিং ছাড়ার পর রবীন সিংও চলে যান ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে। সেই রবীন আবার মর্গ্যানের প্রত্যাবর্তনের পর স্বমহিমায় বিরাজ করছেন লাল-হলুদে। জেজে যেভাবে মোহনবাগানের মেগা তারকা হয়ে উঠেছেন, ঠিক তেমনই কোনও অংশে কম যাচ্ছেন না রবীনও। তাই জেজের মহড়ায় তৈরি রবীন, এটা এখন থেকে বেশ বলাই চলে। এছাড়াও বাগানের পক্ষে সৌভিক চক্রবর্তী, প্রণয় হালদারদের মতো স্থানীয়দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভালো খেলছেন অনিস, বলবন্তের মতো অন্য রাজ্যের তারকা। ইস্টবেঙ্গলে এখনও সেই ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে অভিজ্ঞ মেহতাব হোসেনদের। তবে মেহতাবের অভিজ্ঞতা বড় ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের বড় বলভরসার জায়গা। এছাড়া মোহনবাগানের শেষ ডিফেন্স অর্থাৎ গোলকিপিং বিভাগ এতটাই মজবুত যে এ ব্যাপারে লাল-হলুদের চেয়ে এগিয়ে সবুজ মেরুন। 'সেভজিত' তকমা পাওয়া দেবজিৎ যে দলের শেষ প্রহরী তাদের চিন্তা যে অনেকটাই কমে যায় তা বলার জন্য ফুটবল বিশেষজ্ঞ হতে হয় না।

এই প্রেক্ষাপটে মোহন-ইস্ট যখন পরস্পরের মুখোমুখি হতে চলেছে। কাল, রবিবারের এই ডার্বি উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি অনেক আগে থেকেই রীতিমতো মাতোয়ারা। কলকাতা থেকে দুদলের অসংখ্য সমর্থক এসেও হাজির হয়েছেন এখানে। শিলিগুড়ি শহরের রঙ এখন তাই লাল-হলুদ আর সবুজ-মেরুন। এমনিতে উত্তরবঙ্গের গেটওয়ে শিলিগুড়িতে আবার বাগান সমর্থকদের থেকে সংখ্যায় ভারী লাল-হলুদ সমর্থক। সুতরাং একরকম ঘরের মাঠের অনুভূতি পাবে ইস্টবেঙ্গল। যদিও বড় ম্যাচে এর থেকেও বড় ফ্যাক্টর কে ওস্তাদের মার দিতে সক্ষম হবে। বাগান শিবির ও সমর্থকদের জন্য আশার কথা এই যে ইস্টবেঙ্গল যতই ভালো খেলুক বা গোল করুক না কেন, ফুটবল বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, ইস্টবেঙ্গলের এক-দুজন বিদেশি ভালো খেললে গোটা দল নিজেদের মেলে ধরতে পারছে। লাল-হলুদ খেলছে একেকটা স্পেলে। অথচ মোহনবাগান কিন্তু খেলছে একটা টিম হিসেবে। এই টিম-গেমকে হারানো তাই বড় চ্যালেঞ্জ মর্গ্যান সাহেবের কাছে।

সারা বাংলা কবাডি প্রতিযোগিতা শেষ হল

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা বাংলা আমন্ত্রণমূলক কবাডি প্রতিযোগিতা চন্দননগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় ৩ থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হল। এতে ছেলেদের ১৬টি এবং মেয়েদের ১২টি দল অংশগ্রহণ করে। নক আউট ভিত্তিতে দিন রাতের খেলার আয়োজন থাকে। এদিকে এই ক্লাবের আন্তর্জাতিক এবং প্রো-কবাডি খেলোয়ার রাম শা জানান, সারা জেলার মধ্যে প্রথম ইন্ডোর স্টেডিয়ামের ধাঁচে তৈরি করে প্রতিযোগিতা হয়। সেই সঙ্গে সিনথেটিক পলিম্যাট ফিল্ড টার্কে কোর্টে খেলাগুলি হয়। এর ফলে কোনও খেলোয়াড়ের চোট আঘাত লাগার সম্ভাবনা কম থাকে। প্রথম দিন খেলার উদ্বোধন করেন রাজ্য অ্যামেচার কবাডি অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি রাধেশ্যাম আগরওয়াল। ছেলেদের ফাইনালে কলকাতা পুলিশ ২৫-১৭ পয়েন্টে চন্দননগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়।

অন্যদিকে মেয়েদের হুগলি কালিয়ারা শক্তি সংঘ ২৫-১০ পয়েন্টে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে হারিয়ে জয়ী হয়। এদিন সংগঠন কমিটির কর্ণধার তথা রেল দলের কবাডি খেলোয়াড় শ্যাম শা বলেন, একসময় চন্দননগর কবাডির পীঠস্থান ছিল। সেই পুরনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য পূরণ করার জন্য আমরা পারব বলেই আশা করছি।

ফাইনালে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগরের বিধায়ক তথা পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, চন্দননগর পুরনিগমের মহানাগরিক রাম চক্রবর্তী, স্থানীয় ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হীরন্ময় চট্টোপাধ্যায়, রমেশ দুবে ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান মনোজ উপাধ্যায়। এছাড়া এদিন সন্ধ্যায় ছিলেন কবাডিতে প্রথম অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত ভোলা নাথ গুঁই, প্রাক্তন কবাডি খেলোয়াড়রা কিশোর পাত্র। অশ্বিনী দাস, কালোবরণ কোলে, দিপ্তি ভট্টাচার্য প্রমুখরা।

বিরাট যুগের সূচনা

রবীন বিশ্বাস: বিরাট কোহলির বিক্রম নিয়ে অনেক আলোচনাই হয়েছে। আগামী দিনে আরও অনেক হবেও। বিশেষ করে দেশে বিদেশে তাঁর নেতৃত্বে যেভাবে একের পর এক জয় পেয়েছে টিম ইন্ডিয়া তাতে আস্থার পারদ ক্রমে তুঙ্গে উঠতে শুরু করেছে। বিশেষ করে ধোনির পর তাঁর বিরাট কোহলি যেভাবে ভারতীয় দলের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন যা শুধু প্রশংসাযোগ্যই নয়, নির্ভরতার প্রতীকও বটে। এহেন কোহলির সামনে বিরাট পরীক্ষা হতে চলেছে সামনের অস্ট্রেলিয়া সিরিজ। অজিদের বিরুদ্ধে বিরাটের অশ্বমেধ ঘোড়ার দৌড় যদি অব্যাহত থাকে তাহলে কোহলির আধিপত্য ষোলোকণা পূর্ণ হবে। এমনিতে এখনকার এই অজি দল যে আগের মতো শক্তিশালী তা নয়। তার ওপর ভারতের মাটিতে খেলা। তাও যেহেতু টিমের নাম অস্ট্রেলিয়া, তাই না আঁচালে বিশ্বাস করতে পারছেন না কোনও ভারতীয়ই। সেই দায়িত্বটা সামনে থেকে নিতে হবে বিরাটকে। অজিদের সব ধরণের সিরিজে হারাতে হবে। সেটা সম্ভবপর হল বিরাটগাঁথা শুরু হবে ভারতীয় ক্রিকেট মহলে।

জয়ী বজবজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৯ জানুয়ারি বাওয়ালি ভারতী সংঘের পরিচালনায় মানিক চন্দ্র বাড়ুই স্মৃতি চ্যালেঞ্জ উইনার্স এবং রাধাপদ মন্ডল স্মৃতি চ্যালেঞ্জ রানার্স ট্রফি নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্বের খেলায় বজবজ ফুটবল একাদশ ট্রাইবেকারে বজবজ জনকল্যাণ সমিতিকে পরাজিত করে। ৩৮তম বর্ষের এই ফুটবল টুর্নামেন্ট ঘিরে মানুষের কৌতুহল ছিল চোখে পড়ার মতো। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত ফুটবলার বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, অবিনাশ রুইদাস, ক্রীড়াপ্রেমী সুশীল বাড়ুই, শিক্ষক শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুই প্রমুখ। ভারতী সংঘের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ রায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উল্লেখ্য, স্থানীয় প্রতিভাদের অন্বেষণে এই ধরণের স্থানীয় প্রতিযোগিতার গুরুত্ব অপরিসীম। অতীতে এইসব মঞ্চ থেকে আজকের অনেক তারকার পরিচয় ঘটেছে।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

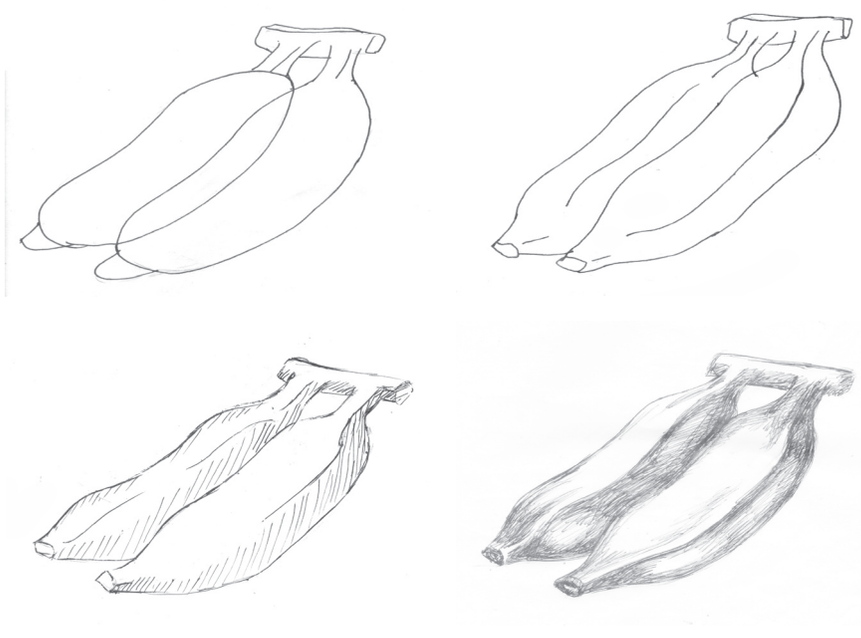

ম্যাজিক ক্যালেন্ডার

'জাদু রসিক' দিগম্বর দাশগুপ্ত
(অনুলিখন : জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

প্রিয় ছোট্ট বন্ধুরা,

এই লেখার সাথে একটা 'ম্যাজিক ক্যালেন্ডার'-এর ছবি দেওয়া হয়েছে। ছবিটার ফটো কপি করে নাও; কপিটা একটা সাদা কার্ডের এক পিঠে সেঁটে দাও। এই কার্ডটার সাহায্যে তুমি ২০১৭-র যে কোনও দিন কি বার হবে তা চটপট বলে দিতে পার। মনে করা যাক তুমি জানতে চাও এ বছরের ২৫শে ডিসেম্বর কি বার হবে? এর জন্যে একটা ডট পেন নাও। পেনটা বন্ধ অবস্থায় হাতে ধরো। লেখার সরু মুখটা (পেনটা বন্ধ থাকে যেন) কার্ডটার নিচের অংশে যে ক্যালেন্ডার দেওয়া আছে (এটা একটা বিশেষ ক্যালেন্ডার) সেখানে ২৫ সংখ্যাটার উপর ধরো। তারপর পেনের মুখটা সরাসরি কলম ধরে ওপরের ছকটায় উঠে গিয়ে বাঁদিকে লেখা ডিসেম্বর মাসের সারি বরাবর লেখা 'মন' মানে 'সোমবার'-এর ওপরে থামো— তুমি জেনে গেলে এ বছরের ২৫শে ডিসেম্বর সোমবার হবে।

আর একটা উদাহরণ : গত ৮ই জানুয়ারি কি বার ছিল? পেনের বন্ধ মুখটা নিচের ক্যালেন্ডারে ৮ রাশিটার ওপরে ধর, তারপর কলম ধরে ওপরের ছকে উঠে বাঁদিকে লেখা জানুয়ারির সারি ('রো') বরাবর 'সান' অর্থাৎ রবিবারের ওপরে থামো তুমি জেনে গেলে গত ৮ই জানুয়ারি রবিবার ছিল। কেমন মজার 'ম্যাজিক ক্যালেন্ডার' বল?

গত সংখ্যার উত্তর

১। চ্যবন ঋষি
২। কুষুমকুমারী দাস

অদ্রিজা ঘোষ, দ্বিতীয় শ্রেণি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, বারাকপুর

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com